মহা বিপদ সংকেত

সৈয়দ নূর হেলালী

প্রচ্ছদ ঃ নুরুল হুদা বাহারী
বাহারী আর্ট,
মসজিদ মার্কেট (২য় তলা)
ঈদগাঁও বাজার, কক্সবাজার।

লেখকের অন্যান্য বইঃ-

১। অপূর্ব কবিতা,
২। বন্ধুত্ব,
৩। দাওয়াতী কাজের সফলতা,
৪। আলবদরের জবানবন্দী,
৫। এসো মানুষ হই পৃথিবীটা বদলে দেই,
৭। বিচিত্র গল্প (যন্ত্রস্থ)
৮। A GUID TO CORRECT ENGLISH PRONUNCIATION

মহা বিপদ সংকেত

সৈয়দ নূর হেলালী

বিস্‌মিল্লাহ্‌ প্রকাশনী
ঈদগাঁও, কক্‌সবাজার।

www.pathagar.com

মহা বিপদ সংকেত

লেখক ঃ
সৈয়াদ নুর হেলালী।

স্বত্ব ঃ
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
প্রকাশক ঃ রিফআতুল ইরফান রিফাত।

প্রকাশকাল ঃ
জানুয়ারী ২০০২ইং

ডিজাইন এন্ড কম্পিউটার কম্পোজ ঃ-
আনোয়ার আজাদ

প্রচ্ছদ ঃ
আনোয়ার আজাদ

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

(১) অপূর্ব কবিতা (২) বন্ধুত্ব (৩) দাওয়াতী কাজের সফলতা (৪) কঁচিদের বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা (৫) আলবদরের জবানবন্দী (৬) এসো মানুষ হই পৃথিবীটা বদলে দেই।

মুল্য ঃ ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

অসীম স্নেহময়ী,
শ্রদ্ধাভাজন

আম্মাজান

ও

জান্নাতবাসী

পরম শ্রদ্ধেয়

আব্বাজানের

জন্যে।

– গ্রন্থকার।

www.pathagar.com

অভিমত

ককসবাজার জেলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাব সৈয়দ নূর হেলালীল 'মহা বিপদ সংকেত' বইটি দেখলাম। পবিত্র কোরআনের একটি সূরার ভিত্তিতে আলোচনা আমাকে সত্যিই অভিভূত করেছে। এতে মানুষকে মহা বিপদ সম্পর্কে সচেতন করাও সে বিপদ থেকে বাঁচার উপায় দেখানো হয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ সমূহ থেকে বাঁচতে হলে দরকার তাকওয়া বা খোদাভীতি হাসিল করা; তা হাসিল করার জন্যে দরকার আল্লাহর যিকর এবং যিকর এর উত্তম পন্থা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সাধনায় সার্বক্ষণিকভাবে আত্মনিয়োগ করা, এ বিষয়ে কোরআন হাদীসের দলিল, বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ঐতিহাসক প্রমাণাদি পাঠককে ইনশাআল্লাহ পথের দিশা দেখাতে পারে। আমি এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বাক্ষর
(এডভোকেট ছালামতুল্লাহ)
সভাপতি,
বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা,
ককসবাজার জেলা।

www.pathagar.com

প্রাথমিক কথা

সাধারণত আমরা দেখতে পাই পার্থিব জগতে বিভিন্ন বিষয়ের কিছু বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যাঁরা নিজ নিজ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে সর্বসাধারণের জন্যে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। যেমন আবহাওয়া বিজ্ঞানী ঝড়-বৃষ্টি, উচ্চচাপ-নিম্নচাপ ইত্যাদির পূর্বাভাষ দেন, ভূ-তত্ত্ববিদ ভূমি সম্পর্কে তত্ত্ব, ভূমিকম্প প্রভৃতি সম্পর্কে, জ্যোতির্বিদ জোতিষ্কমন্ডলীর তত্ত্ব ও তথ্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ধুমকেতুর আবির্ভাব, বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন; রাজনীতিবিদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থার গতিবিধি - বিশেষ করে কোন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে পূর্বাভাষ দিয়ে থাকেন। পরবর্তীতে তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে সাধারণ মানুষ সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচার উপায় তালাশ করে। সব কিছুর স্রষ্টা, বিধাতা, পালনকর্তা ও সর্বজ্ঞ-সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহ দুনিয়ার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষ রসুলে করিম (সঃ) এর মাধ্যমে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তাকে বিশ্বাস করে ভবিষ্যতের মহা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা সকলের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

"এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। (সূরা হাশর-১৮)

আল্লাহর দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী অবহিত হয়ে মহা বিপদ থেকে বাঁচার উপায় তালাশ করার জন্যেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। পবিত্র কোরআনের আলোকে দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের উপর যে সকল বিপদ আসতে পারে তার কিছু অতীত-বর্তমান নিদর্শন উল্লেখ করে ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা এবং তা থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় ও চিরশান্তির পথের দিশা দেখানোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। কারও সংযোজন-বিয়োজনমূলক পরামর্শ অতীব কল্যাণকর মনে করা হবে।

এগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে দেয়া, প্রুপ দেখা ও অন্যান্য সহযোগিতায় রয়েছেন ঃ জনাব **মাওলানা মোহাম্মদ ছৈয়দ নুর**, এম.এম ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আলমাছিয়া ফাজিল মাদরাসা, ঈদগাঁও, ককসবাজার। জনাব **মাওলানা আফজাল আহমদ**, বি.এ, সিনিয়র শিক্ষক, কিশলয় আদর্শ শিক্ষা নিকেতন, খুটাখালী, চকরিয়া, ককসবাজার। **জনাব মাওলানা ওসমান গণি**, মহেশখালী, ককসবাজার। **সিনথিয়া মোস্তারি পিংকী**, ককসবাজার। তাঁদের সবার জন্যে মহান আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিফল কামনা করি। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

সৈয়দ নূর হেলালী
গ্রন্থকার।

www.pathagar.com

মহা বিপদ সংকেত

বিপদে ভয় পাওয়াটা মানুষের সহজাত ধর্ম। তাই বিপদকে ভয় পায় না এমন মানুষ দেখাই যায় না। 'বিপদে আমি না যেন করি ভয়' - এ প্রার্থনা যতই করা হোক না কেন, গায়ে আগুন লাগতে দেখলে তা থেকে রেহাই পেতে চাইবে না কোন বোকায়? যার সামান্য বুদ্ধি আছে, কোন বিপদ সম্পর্কে যার এতটুকু জ্ঞান আছে, বিপদকে বিপদ রূপে বিশ্বাস করে, উক্ত বিপদের সম্মূখীন হতে অবশ্যই ভীত হবে। একটি পাগল বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ করার পরিণতি বুঝতে পারেনা বলেই সে তা জড়িয়ে ধরে। 'আগুনে পুড়া যায়' এ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার ফলেই নির্বোধ শিশু একটি জ্বলন্ত কয়লা ধরার জন্যে হাত বাড়ায়।

অনুরূপভাবে একজন পথিক পথ চলতে চলতে সামনে হঠাৎ একটি বিষধর সাপ পড়তেই ভয়ে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায়। পলাতক আসামীরা পুলিশ আসছে শুনলেই ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। হিংস্র পশুর বাসস্থান গভীর বন জঙ্গল দিয়ে চলতে গেলে ভয়ে বুক দূরু দূরু করে। সন্ত্রাসী-ডাকাত-হাইজ্যাকারে ভরা জনপদে নিরীহ মানুষ একলা চলা ফেরা করতে ভয়ে জড়োষড়ো হয়।

আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বিপদ সংকেত দেখানো হলে মানুষ ভয়ে নিরাপদ আশ্রয় তালাশ করে। ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কিত বিপদ সংকেতের সংবাদ রেডিও-টেলিভিশন বা মাইকিং এর মাধ্যমে জানার সাথে সাথেই মানুষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। কোথায় একটু উঁচু জায়গা, কোথায় একটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, সেখানে ছুটে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে জনগণ। বিশেষতঃ বাংলাদেশের বাত্যাপীড়িত লোকজন এ ব্যাপারে খুবই সচেতন। এখানে ১৯৯১ ইংরেজী সনের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস জনমের মতো শিক্ষা দিয়ে যায় এলাকার মানুষকে। এতে প্রায় দু'লক্ষাধিক মানুষ সহ অসংখ্য পশু-পক্ষী ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং এরপর থেকে নিম্নচাপের সংবাদ তথা বিপদ সংকেত শুনতেই মানুষ বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলে আশ্রয়স্থলের দিকে।

www.pathagar.com

অতএব দেখা যায়, বিপদে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। এই জন্যে ভয় উদ্দীপক ব্যক্তি, বস্তু বা কোন বিষয় কিংবা সত্তার শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান ও তার উপর বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। এতে জ্ঞান যত বেশী হবে, বিশ্বাস হবে তত দৃঢ়। কিয়ামত বা মহা প্রলয়ের মতো বিপদ একদিন আসবে, হাশরের দিন বিচারের পর বেহেস্তের সুসংবাদের বিপরীতে দোজখের অগ্নিকুন্ডে নিমজ্জিত হতে হবে, এ সব কথা কানে আসার পর বিন্দু মাত্র বিচলিত না হওয়ার কারণ সেই কিয়ামত ও হাশর এবং বেহেশত ও দোজখের উপর বিশ্বাসের অভাব। মুমিন বলে দাবীদার কোন মানুষ সেই মহাবিপদ সংকেত শোনে ভীত না হয়ে পারে না-যা পবিত্র কুরআনে সূরা আল ক্বারিয়াতে ঘোষিত হয়েছে, "মহা (বিপজ্জনক) দুর্ঘটনা? কি সেই দুর্ঘটনা? আর তুমি ঐ দুর্ঘটনা সম্পর্কে কি জান? সে দিন মানুষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত (ছড়ানো) পোকার মত হয়ে যাবে এবং পাহাড় পর্বত গুলো হয়ে যাবে রং বেরং এর ধুনিত পশমের মত। তারপর যার পাল্লা ভারী হবে সে মনের মত সুখে থাকবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। তুমি কি জান তা কি জিনিস? জ্বলন্ত আগুন!" নি

সূরা আল ক্বারিয়াহ কি ঃ- মানুষ যখন জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ডুবে যায়, তখন জীবনের আসল উদ্দেশ্য, দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গিয়ে আত্মপূঁজায় লিপ্ত হয়। মৃত্যু, পরকাল, দোজখ-বেহেস্তের কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মজা লুঠতে থাকে। সর্বদা অপরকে ঠকিয়ে ধন-সম্পদ, ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রতিযোগিতায় লেগে থাকে। ছলে-বলে-কলে-কৌশলে একবার ক্ষমতা পেলেই সে ক্ষমতার চাবুকে সাধারণ জনগণকে কাবু করে রাখে। আবার সাধারণ জনগণেও সৃষ্টি হয় প্রতিক্রিয়া। ফলে শাসক ও শাসিতের দ্বন্দ্ব, শোষক ও শোষিতের সংঘাত পৃথিবীর বুকটাকে করে রাখে রণক্ষেত্র। এরই মাঝে আবার একটি শয়তানী জোট খেল-তামাশাও আনন্দ ফূর্তিতে মশগুল রেখে জনতার চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে। "দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফূর্তি কর"-এই নীতিতে বিভোর হয়ে সবাই যেন একতালে নাচতে থাকে। গান বাজনার তালে তালে লম্প-ঝম্পে মাতোয়ারা, আত্মহারা, আত্মভোলা এবং আল্লাহ, রাসুল ও আখেরাত সম্পর্কে গাফেল মানব জাতিকে কম্পিত করে তোলার জন্যে এক মহা বিপদ সংকেত 'আল-ক্বারিয়াহ'। এ যেন এক প্রচন্ড করাঘাত। গভীর ঘুমের ঘুরে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য সজোরে থাপ্পর যেন সূরা আল-ক্বারিয়াহ। "কারউন' শব্দের মূল অর্থ একটি জিনিস অপর একটি জিনিসের উপর

www.pathagar.com

শক্ত ভাবে মারা, যাতে প্রচন্ড শব্দ হয়। মেঘে মেঘে ঘর্ষণে বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণে হয় প্রচন্ড বজ্রধ্বনি, বোমার বিস্ফোরণে হয় বিরাট শব্দ। অনুরূপ ভাবে যে কোন বিপদ সংকেতও সাধারণত কোন ঠোকরকারী বা ঘর্ষণকারী শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সুতরাং আল-ক্বারিয়াহ শব্দের অর্থ 'মহা বিপজ্জনক দুর্ঘটনা' বলা যায়।

এ সুরাটির মাধ্যমে আল্লাহপাক মানব জাতিকে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে কিছু কথা অতি সংক্ষেপে অথচ স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবে পেশ করেছেন। কথাটুকু যথার্থরূপে অনুধাবন এবং তা থেকে যথাযথ শিক্ষা লাভ করতে হলে একটি জীবন দর্শনে বিশ্বাস করতে হয় এবং তদনুযায়ী একটি জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে হয়। দর্শন হচ্ছে এই যে, মহা বিশ্বের সব কিছুর স্রষ্টা, লালন পালনকারী এবং পরিচালক একমাত্র আল্লাহ। তিনি কিছু ইচ্ছা শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ জাতি সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আল্লাহর ইচ্ছানুসারে তাঁরই আদেশ নিষেধ মেনে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করলে মৃত্যুর পর এক অফুরন্ত শান্তিময় পরকালীন জীবন লাভ করবে, অন্যথায় পরকালে দোজখের কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। এই সংবাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে আসেন নবী-রসুলগণ (দঃ)। আর দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া জীবনপদ্ধতিও বাস্তবে শিক্ষা দান করেন তাঁরাই। আল্লাহ নিজেই বলেন, "লোকদের শুধু এ হুকুমই দেযা হয়েছে যে, তারা সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করে একনিষ্ঠ ভাবে তাঁরই ইবাদত করবে।" (সূরা বাইয়েনাহ- ৫) নি[৩]

উল্লেখিত দর্শনে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের বলা হয় মুমিন বা ঈমানদার। আর সেই দর্শনের ভিত্তিতে জীবনাদর্শ অনুসরণকারীকে বলা হয় মুসলিম। সূরা আলক্বারিয়াহ সাধারণ ভাবে সকল মানুষকে পরকাল বিশ্বাসী জীবনাদর্শ গ্রহণের জন্যে তাকিদ দেয় এবং বিশেষভাবে মুমিনদেরকে দুনিয়ার কর্মজীবনে আল্লাহর দেয়া ও রসুল (সঃ) এর দেখানো জীবনপদ্ধতি সম্পূর্ণ রূপে অনুসরণ করার জন্যে সতর্ক করে দেয়। এই সতর্ক বাণী কারও জন্যে কল্যাণের পথ সুগম করে, কাউকে করে আরও বিভ্রান্ত। যুগে যুগে একই সতর্কবাণী, একই আহবান জানিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রসুলগণ। তাঁদের জীবদ্দশায় অনেক দুর্ঘটনা ঘটেই যায় মানব জাতির শিক্ষার জন্যে। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) এর অষ্টম পুরুষ হযরত নুহ (আঃ) তখনকার মানব সমাজকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্যে -আল্লাহর

www.pathagar.com

দেয়া জীবনব্যবস্থা যা তিনি নবী হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করেন তা গ্রহণ করার জন্যে আহবান জানান।

আল্লাহ বলেন, "আমরা নুহকে তার জাতির জনগণের প্রতি পাঠিয়েছি (এই নির্দেশ সহকারে) যে, সে তার জাতির জনগণকে সাবধান করবে তাদের উপর এক ভয়ানক উৎপীড়ক আজাব আসার পূর্বে। সে বলল, হে আমার জাতির লোকেরা, আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর গোলামী কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।"

- (সূরা নূহঃ ১-৩) নি[৪]

কিন্তু জনগণ এত বেশী গোমরাহী, নৈতিক অধঃপতন ও বিপর্যয়ের মধ্যে ডুবে যায় যে, তিনি সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াত দেওয়ার পরও খুব অল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহর বন্দেগী, রসুলের আনুগত্য এবং তাকওয়া অবলম্বন করতে প্রস্তুত হন। ফলে আল্লাহপাক সে জাতির উপর শাস্তি দেয়ার জন্যে নুহ (আঃ) কে একটি নৌকা তৈরী করতে বলেন। আল্লাহর আদেশে তিনি নৌকা তৈরী করা শুরু করলে লোকেরা আরও বেশী ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং মাটি থেকে পানি উঠে মহা প্লাবন ঘটে গেল।

আল্লাহ বলেন, "তখন আমরা আকাশের দরজা গুলো খুলে মূষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং জমিন দীর্ণ করে পুকুরে পরিণত করে দিয়েছি।"

(সূরা ক্বামার ১১, ১২) নি[৫]

ইতোপূর্বে হযরত নুহ (আঃ) তাঁর নৌকায় ঈমানদার লোকদের তুলে নেয়ার সময় পুত্র কেনানকে ডাকলে সে উত্তর দেয়, "আমি ঐ উচুঁ পাহাড়ের চুড়ায় উঠে যাব।" নবীর পুত্র হয়েও পথ ভ্রষ্ট কেনান আল্লাহর উপর ভরষা না করে নিজের সুদীর্ঘ দেহ নিয়ে বন্যার পানিতে ডুববে না বলে আশা করে। তাতে বাঁচা যাচ্ছে না দেখে পাহাড়ের আশ্রয় নিতে চায়। এমনিভাবে সে আল্লাহর দেয়া আসমানী আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করার নানারকম চেষ্টা চালায়। কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে যত চেষ্টা সাধনাই করলো না কেন, শেষ পর্যন্ত ডুবেই মরল।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, ইতিহাসের দীর্ঘতম বন্যা বাংলাদেশে ১৯৯৮ইং সালে ঘটে গেল। দুই মাসের ও অধিক সময় দেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ

www.pathagar.com

এলাকা বন্যা কবলিত হয়ে থাকে। এলাকার মানুষ সীমাহীন দুঃখ দুর্দশায় দিন কাটে। খাদ্য, পানীয় জল, ঔষধ, বাসস্থান ইত্যাদির অভাবে লোক মারা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকে। এক কথায় মানুষের মৌলিক চহিদা -অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাব অত্যন্ত প্রকট রূপে দেখা দেয়। এমতাবস্থায় এক শ্রেণীর লোক নুহ (আঃ) এর পুত্র কেনানের মত বন্যা পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্যে নিজেরা খোদাহীন বা খোদাদ্রোহিতামূলক বহুবিধ চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং অন্যদের প্রতিও তা করার নছিহত শোনায়। তাদের কেউ বলে যে, বন্যা যতই হোক দুর্ভিক্ষ হবে না। কেননা দুনিয়ায় অনেক দাতা দেশ রয়েছে, তারা খাদ্যদ্রব্য ঢেলে ঢেলে দেবে। বিনা চিকিৎসায় কেউ মারা যাবে না। কারণ, দাতা সংস্থা গুলো ব্যাপকভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নানাবিধ সমস্যা নানাভাবে সমাধান করা যাবে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বন্যা দূর্গত মানুষের ত্রাণ তহবিলের টাকা সংগ্রহের জন্যে নগ্ন নারীনৃত্য, গান-বাজনা ও নাটকের আয়োজন করে। এমন কি চিত্রতারকাদের ফুটবল খেলা, নারীদের ফুটবল খেলার মত বহু অনুষ্ঠান করে। টেলিভিশন নামের একটি প্রচার যন্ত্র আছে, যার মধ্যমে কেবল অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও ধর্মদ্রোহিতার ব্যাপক প্রচার চলে। ইসলামের নামে একটি অনুষ্ঠান শুরু করে তাতে ও মার্কস-লেনিন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবি ঠাকুর প্রমুখ ইসলাম বিরোধীদের বাণীর চর্চা করা হয়। নাটক সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণীর চোর, গুন্ডা ও বদমায়েশের চরিত্রে দেখানো হয় টুপি ও দাঁড়িওয়ালা লোকদের। দেশের আলেম ওলামা, পীর মশায়েখ শ্রেণীর সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বলে প্রমাণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। এমনকি দেশে বন্যা- জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড় যে আসমানী আজাব তা তারা স্বীকারই করতে চায় না। হযরত নুহ (আঃ) এর পুত্র কেনানের মত নানা উপায় তালাশ করে ও যে বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যাবে না একথা তাদের বুঝেই আসে না। এমতাবস্থায় সূরা 'আলক্বারিয়াহ' কি শিখায় তা শতকরা পঁচাশি জন মুসলমান নামধারী লোকের জনপদে একটু পরিবেশনার দরকার রয়েছে।

সূরায় সর্বপ্রথম একথা বলে লোকদের কাঁপিয়ে তোলা হয়েছেঃ"বিরাট দুর্ঘটনা, কি সেই বিরাট দুর্ঘটনা? তুমি জান সেই বিরাট দুর্ঘটনা কি?" কথাগুলো বলার ভংগি থেকে মনে হয় যেন ক্বিয়ামতের মহাবিপদ ও দুর্ঘটনা এখনই হাজির হয়ে গেলে। মানুষকে চমকিয়ে দেয়ার মত কথা

www.pathagar.com

কয়টি বলে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করার পর আল্লাহ পাক কিয়ামতের ছবি তুলে ধরেছেন। বলা হয়েছে,"সেদিন মানুষ ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় চারিদিকে এমনভাবে ছুটাছুটি করবে যেমন কীট পতঙ্গ আগুনের চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে উড়তে থাকে। আর পর্বতমালা নিজ স্থান থেকে উৎপাটিত হয়ে, মাটি থেকে বাঁধন হারা হয়ে উড়তে থাকবে রং বেরং এর ধোনা পশমী তুলার মতো।" যদি হিমালয়ের মত বড় বড় পাহাড় গুলো ভেসে বেড়ায়, এমন কি রং বেরং এর ধোনা পশমের ন্যায় উড়ে বেড়ায় তখন মানুষের অবস্থা কি হবে তা তো কল্পনাও করা যায় না। সূরা যিলযাল এ বলা হয়েছে-

"যখন যমীনকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তোলা হবে।" (সূরা যিলযাল -১) নিঃ

সাধারণত অল্পবিস্তর স্থানে, ছোট বড় যে ভূমিকম্প হয় সে সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই - এমন মানুষ দুনিয়ায় আছে কিনা আমাদের জানা নেই। পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের দ্বারা ও জানা যায় যে, পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় ভূমিকম্পের ফলে হাজার হাজার ঘরবাড়ী দালান কোঠা ভেঙ্গে যায়, সমতল ভূমি ও পাহাড় পর্বত তলিয়ে যায়। কেবল ১৯৯৯ইং সনেই তুরস্কে বেশ কয়েকবার ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ ও ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে গেল, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরে বিরাট দালান ধ্বসে গেল, কক্সবাজারের মহেশখালীতে মারাত্মক ভূমিকম্পে অনেক ক্ষয় ক্ষতি হল, রামু থানায় উখিয়ার ঘোনাতে বিরাট একটি পাহাড় মুহূর্তে ধ্বসে পড়ে বড় বড় গাছ পালা তলিয়ে গেল। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের গুজরাট সহ কয়েক জায়গায় ভয়ঙ্কর ভুমিকম্পে প্রায় দু'লক্ষ লোক মারা গেল। এতসব বাস্তব নিদর্শন সামনে থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রলয়ের কথা কি অস্বীকার করা যায়? যে দিন আল্লাহর ইচ্ছা হবে সেদিন গোটা পৃথিবীকে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে, যেভাবে নাড়া দিতে হয় সেভাবে নাড়া দিয়ে, যত জোরে ঝাঁকুনী দিতে হয় তত জোরে ঝাঁকুনী দিয়ে পৃথিবীর মহাপ্রলয় সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে কেন?

বৈজ্ঞানিকের মতে সূর্য প্রতিনিয়ত তাপ হারাচ্ছে। এক সময় এমন অবস্থা হবে যে সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহ গুলির প্রতি সূর্যের যে মহাকর্ষ শক্তি রয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে। ফলে সৌরজগতে বিরাট বিপর্যয় ঘটবে। গ্রহ উপগ্রহগুলি এদিক-সেদিক ছুটে পড়বে। এখানেও কিয়ামতের ছবি

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয়। সূরা ক্বাফ এর দ্বিতীয় রুকুতে ক্বিয়ামতের এক জীবন্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এভাবে,-- ''এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। প্রত্যেক ব্যক্তি আসবে। আর তার সাথে থাকবে একজন হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার চালক ও অপরজন তার কর্মের সাক্ষী।''- (সূরা ক্বাফ ২০, ২১) নি[৭]

অর্থাৎ হযরত ইসরাফিল (আঃ) আল্লাহর হুকুমে দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে পৃথিবীর সকল মানুষ আবার দুনিয়ার বুকে জেগে উঠবে এবং প্রত্যেক মানুষ একজন চালক ও একজন সাক্ষী – এ দু'জন ফেরেস্তার সাথে আল্লাহর আদালতে হাযির হবে। সেই আদালতেই ভালমন্দ কাজের হিসাবনিকাশ হবে। দুনিয়ার জীবনে যে সকল কাজ কর্ম করেছে তার রেকর্ড পেশ করবেন ফেরেস্তাগণ।

আখিরাতে যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে, তখন মানুষের বিচার যে নিয়মানুযায়ী হবে তা এই যে, সেখানে একমাত্র নেকীরই ওজন হবে। কেন না আল্লাহর দৃষ্টিতে কেবল নেক - আমল সমূহ ওজন যোগ্য ও গণনা যোগ্য। মানুষ আমলের যে পুঁজি নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হবে, তা ওজনযোগ্য না ওজনহীন, কিংবা উহার ভাল কাজগুলোর তুলনায় অধিক, না কম, তাই হবে আল্লাহর আদালতে চূড়ান্ত ফায়সালার ভিত্তি। এ ব্যাপারে সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে,

''আর ওজন সেদিন নিশ্চিতই সত্য সঠিক-যথার্থ হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে, আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা নিজেরাই নিজেদের মহা ক্ষতির সম্মুখীন করবে। (সূরা আল আরাফ-৮, ৯) নি[৮]

সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে,''আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদন্ড-দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব। তাতে কারও উপর একবিন্দু জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল এক ক-া পরিমাণও হয় তা আমি নিয়ে আসব। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।'' - (সূরা আম্বিয়া ৪৭) নি[৯]
সম্ভবতঃ নেক আমল ছাড়া অন্য সব আমল- তথা সমস্ত অন্যায় অশ্লীল ও অসৎকাজের কোন ওজনই হবে না। পদার্থ ও অপদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়- যেমন, পদার্থের ওজন আয়তন আছে; অপদার্থের (যা পদার্থ নয় এমন কিছুর) আয়তন-ওজন নেই - এ জাতীয় পার্থক্য হতে পারে।

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক বলেন, ''হে নবী, এই লোকদের বল ঃ আমরা কি তোমাদের বলব নিজেদের আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ লোক কারা? তারা হল দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা সাধনা সঠিক পথ হতে ভ্রান্ত রয়েছে অথচ তারা বুঝতে থাকে যে তারা সবই ঠিক করছে। তারা সেই লোক যারা তাদের খোদার আয়াত সমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর দরবারে হাজির হওয়াকে বিশ্বাস করেনি। এ কারণে তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে।'' - (সূরা কাহাফ) নি[১০]

এখানে ''কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজনই দেবনা'' বলতে ব্যাপারটি এমনও হতে পারে যে, আল্লাহর কাছে ঐ সব কাজের কোন গুরুত্ব নেই। কোন তৃষ্ণার্থ ব্যক্তির কাছে এক গ্লাস পানির তূলনায় এক পুকুর প্রস্রাবের কোন গুরুত্ব নেই। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে একমুটো খাদ্যের তূলনায় এক পাহাড় ময়লার কোন মূল্য থাকবে না, এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং আখেরাতে আল্লাহর আদালতে মানুষের বিচার হবে তার ঈমান ও নেক আমলের ভিত্তিতে। অথবা বিচারের নীতি এমনও হতে পারে যে, যাদের নেক আমলের চেয়ে বদ আমল বেশী, তারাই শাস্তি পাবে। আর যাদের নেক আমল বদ আমলের চেয়ে বেশী তাদের বদ আমলের পরিণামে শাস্তি না দিয়ে কেবল নেক আমলের বিনিময়ে তাদেরকে বেহেস্তে আরামে থাকতে দেয়া হবে। কারণ এমন কোন মানুষ নেই, যার কোন দোষ বা ভুল হয় না। তাই পরম দয়ালু আল্লাহ যাদের নেক আমল বেশী হবে তাদের বদ আমলের দিকে দেখবেন না বা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন। সূরা আনকাবুতে আলাহ পাক বলেন, ''আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তাদের দোষগুলো আমরা দূর করে দেব এবং তাদের উত্তম কাজের প্রতিফল দান করব।'' (আনকাবুত-৭) নি[১১]

আমরা বাস্তবে দেখতে পাই যে ক্যাসেটে কোন খারাপ কথা বার্তা রেকর্ড করার পর তাতে আবার ভাল কোন কথাবার্তা রেকর্ড করা হলে আগের কথা গুলো বিলুপ্ত হয়ে নতুন কথাগুলো রেকর্ড হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, মানুষের সংকাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত হলো তার ঈমান। মুমিনের পাল্লায় প্রথম ওজন হবে ঈমানের। তারপর অন্যান্য নেক আমল তুলে দেয়া হবে। সুতরাং নেক আমল বা ভাল কাজ যতই করা হোক না কেন ঈমানের চাবী দিয়ে নেকীর পাল্লার তালা খুলে উদ্বোধন করা

www.pathagar.com

না হলে কোন সৎকাজই সেই পাল্লায় তোলা হবে না। অর্থাৎ যাদের ঈমান নেই, তাদের কোন সৎকাজ আল্লাহ কবুল করেন না। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত ছাড়া কোন আমলই পুরস্কারের যোগ্য নয়। এ ছাড়া যে সকল ঈমানদার বদ আমলের দরুণ দোজখে যাবে, তাদের জীবনে যেটুকু নেক আমলই করুক, তারা দোজখের শাস্তি ভোগ করার পর এক সময় বেহেশতে যাবে এটি তার ঈমানেরই ফল।

এ প্রসঙ্গে ঈমান ও নেক আমলের সামান্য ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। আল্লাহর রসুল (সঃ) কোরআন হাদীসের মাধ্যমে যা কিছু মেনে নেওয়ার জন্য আহবান করেছেন সে সব কিছুকে আন্তরিক ভাবে মেনে নেয়াই হল ঈমান। আর আল্লাহর রসুল (সঃ) এর পেশ করা বিধি-বিধান অনুযায়ী কাজ করাই নেক আমল'। মন ও মগজের নেক আমল হচ্ছে ব্যক্তির চিন্তা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা-বাসনা, আদর্শ ও লক্ষ্য প্রভৃতি সত্যতা পূর্ণ, নির্ভুল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া; মুখের নেক আমল হচ্ছে সমগ্র জীবনটাকে আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের অধীনে, রসুল (সঃ) এর অনুসরণে পরিচালিত করা।

অতএব বিপদ কার জন্যে? যার পাল্লা হালকা হবে,তার আশ্রয়স্থল হবে হাবিয়া (দোজখ)। তা কি? তা হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখা-অর্থাৎ হাশরের দিন বিচারের আদালতে যে ব্যক্তি দোষী সাব্যস্থ হবে, তার জন্যে নির্ধারিত শাস্তি –দাউ দাউ করে জ্বলন্ত আগুনের গহবর থাকবে এবং এতেই তাকে নিক্ষেপ করা হবে। সূরা হুমাযায় আল্লাহ বলেন ''অবশ্যই তাকে হুতামাতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তুমি কি জান সেই হুতামা কি? সেই হুতামা হচ্ছে, টুকরা টুকরা করার জায়গা। আল্লাহর আগুন–যা বেশী করে জ্বালানো হয়েছে। যা দিল পর্যন্ত গিয়ে পৌছাবে।''

-(সূরা হুমাযাহ-৪) নি[১২]

কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় দোজখের ভয়ঙ্কর চেহারা এবং আখেরাতের কঠিন শাস্তির বিভিষিকাময় রূপ তুলে ধরা হয়েছে। জ্বলন্ত আগুনের চুল্লীতে পুড়ে পুড়ে শাস্তি দেয়া হবে। ''সেখানে মরবেও না, বাচাঁর মত বাঁচবেও না''। (সূরা আলা -১৩) নি[১৩]

এসব কথায় যদি কারও সঠিক বিশ্বাস থাকে, তবে সে এমনটি বিপদের সংবাদটি পেয়ে ভয় পাবেনা কেন? দুনিয়ায় ছোট ছোট ঝড় তূফানকে মহা

www.pathagar.com

বিপদ মনে করে সংকেত শোনা মাত্রই মানুষ যেভাবে ভয়ে কেঁপে উঠে, পরকালের অনন্ত জীবনের সীমাহীন কষ্টের সংকেত পেয়ে সামান্য টুকুও যদি ভয়-ভীতির উদ্রেক না হয়, তবে সেই মানুষের ঈমানের লক্ষণ কি? এদের ঈমান হয়তো নিজেদের আজান্তেই উড়ে গেছে, কিংবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মৃত অংশের মত ঈমানটা মরে গেছে। ঈমানের দাবীদার মুসলমানরা পরিবেশ পরিস্থিতি, সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার কারণে মুশরিক বা নাস্তিকের পর্যায়ে চলে গেছে। আজ মুসলমানের ঘরে জন্মলাভ করার সার্থকতা কোথায়? আবার কেউ কেউ তো নিজের নামটা পর্যন্ত আপোষে পরিবর্তন করে নাস্তিক-মুশরিকদের নামের মতো করে ফেলে। মুসলিম নামে পরিচয় দিতে ও তারা লজ্জা পায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজের ধর্মকে সংস্কার করতে লেগে যায়। মুঘল সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহির মতো হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের সমন্বয়ে একটি জগাখিছুড়ি ধর্ম প্রবর্তনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের তৎপরতাও চালিয়ে যাচ্ছে একটি মহল। এরই চেষ্টায় বই রচনা, নাটক তেরী ও মঞ্চায়ন, গান-গজল প্রচার ইত্যাদিতে ব্যাপক পৃষ্ঠাপোষকতা করে যাচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এক অপশক্তি।

আজকের মুসলমান এখনও জানে না বা জেনে ও জানেনা যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো একটি ধর্ম মাত্র নয়। এ হচ্ছে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা—একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। তিনি নিজেই বলেন,আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন হচ্ছে আল ইসলাম। (আলে ইমরান-১৯) নি[১৪]

এ জীবন ব্যবস্থায় এমন কোন ফাঁক বা কমতি নেই যে, কাউকে এতে কিছু জোড়া তালি দিতে হবে এবং এর মধ্যে এমন কোন অতিরিক্ত বা অবাঞ্ছিত কিছু নেই যে, তা কাউকে বাতিল করার অপচেষ্টা চালাতে হবে। এটি সর্বকালের, সকল মানুষের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ন জীবন বিধান। এবিধান মেনে চললে আল্লাহ খুশি হন, তিনি দুনিয়াতে সুখ-শান্তি ও উন্নতি এবং পরকালে অফুরন্ত সুখ-শান্তি দান করেন। সে বিধান মেনে না চললে আল্লাহ নাখোশ হন, তিনি দুনিয়াতে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও নানা শাস্তি দেন এবং পরকালে ও কঠিন শাস্তি দেবেন। মানব জাতির ইতিহাসে যত উত্থান পতন দেখা যায় তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে থাকে মানুষের ভাল-মন্দ কাজের পরিণাম ফল হিসাবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বন্যা প্রায় তিপ্পান্নটি জিলায় দুইমাসের অধিককাল স্মরণ করিয়ে দিল হযরত নূহ (আঃ) এর সময়কার প্লাবনের কথা। আল্লাহর হুকুমে পানি বাড়তে বাড়তে রাজধানী ঢাকা শহরে নৌকা ছাড়া চলাচল সম্ভব হল না। সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমে ঘোষণা আসল যে, বিদেশী সাহায্য ছাড়াই আমরা সংকট উতরে উঠতে পারব। কিন্তু বন্যার প্রবলতা ও দীর্ঘস্থায়ীত্বের কারণে সরকার কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে বিদেশী সাহায্য গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে বহির্বিশ্বের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতে। আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী আসতে থাকে। কিন্তু বন্যার পানি কেউ কমাতে পারেনা। কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করে ও কোন কূল কিনারা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হন। দেশের সর্বত্র দোয়া-মুনাজাতের আয়োজন করা হয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী ওমরা হজ্জ পালন করতে যান এবং সেখানে দেশের বিপদ দূর হবার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন বলে ঘোষণা দিয়ে যান। টেলিভিশনের পর্দায় অশ্লীল-বেপর্দা নাচ-গানের পরিবর্তে দেখা যায় মাথায় কাপড় দেয়া সমভ্রমশীলা গায়িকাদের কণ্ঠে হামদ-নাত, ত্রাণ শিবির গুলোতে মাইকে ধ্বনিত হয় কোরআন তেলওয়াত ও তার বাংলা অনুবাদ। আল্লাহপাক দেখতে পেলেন যে, এদেশটি এখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়ার সময় হয়নি। আল্লাহদ্রোহী কাজে দেশ ভরে গেলেও এখানে এখনও আল্লাহর নাম নেয়ার লোক আছে। আল্লাহর দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়ার জোর প্রচেষ্টা চললেও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বুকের তাজা রক্ত বইয়ে দেয়ার মত লোক এখনও এখানে রয়েছে। আযানের ধ্বনিকে কেউ কুকুরের শব্দের সাথে, কেউ বা বেশ্যার ডাকের সাথে তুলনা করলেও এদেশে এখনও আজান শুনলে অশ্লীল গান বাজনা কিছু ক্ষণের জন্যে বন্ধ করার লোক আছে। একান্ত বেপর্দা মেয়েরাও এদেশে আজান শুনলে এখনও মাথায় কাপড় তুলে দেয়। মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার যথেষ্ট ষড়যন্ত্র চললেও এদেশে তা গড়ার জন্য এখনও লক্ষ লক্ষ টাকা দান করার লোক এখানে বর্তমান। এখনও এ দেশে আড়াই লক্ষাধিক মসজিদে দৈনিক পাঁচবার আল্লাহু আকবর ধ্বনি উঠে। এখনও দেশে লক্ষ লক্ষ আলেম ওলামা কোরআনের শিক্ষা বিস্তার করেন মাদ্রাসা গুলোতে। এখনো এখানে সিরাত মাহফিল,ইসলামী সম্মেলন, সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও সভা সম্মেলনের মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চলে। এখনও এদেশে দৈনিক হাজার হাজার মানুষে দাওয়াত গ্রহণ করছে।

www.pathagar.com

এদেশে এখনও বিপদের সময় মানুষ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে তওবা ইসতেগফারের দোয়া পড়ে। বিশেষ করে যখন গত ১১ই সেপ্টেম্বর' ৯৮সালে সারা দেশে মসজিদে মসজিদে দোয়া করা হলো বন্যা পরিস্থিতির উন্নতির জন্যে, তখন আলাহ পাক তা শুনলেন। তিনি হুকুম দিলেন বন্যার পানিকে নেমে যাবার জন্যে। অমনি দেখা গেল, পানি আর এক মিলিমিটারও উপরে উঠলো না, বরং নীচে নামতে শুরু করল। বন্যার পরিস্থিতি ক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হল। অবশেষে বন্যার পানি সম্পূর্ণ নেমে গেল অল্প কয়েক দিনের মধ্যে।

এমনটি ঘটনা সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলেও একবার ঘটেছিল। প্রচন্ড খরায় যখন দেশ পুড়ে যাচ্ছিল, তখন দেশব্যাপী জাতীয়ভাবে দোয়ার আহবান করা হলো বৃষ্টির জন্য। ঢাকার জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে হাজার হাজার মানুষ প্রখর রৌদ্রে ইস্তেস্কার নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করলে অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল আকাশে কালো মেঘ এবং প্রবল বর্ষণে রাজধানীর মাটি পানির নীচে হয়ে গেল, জমি হয়ে গেল সরস। কে বলে আল্লাহ মানুষের ফরিয়াদ শোনেন না?

আমরা জীবনে অনেকবার দেখেছি খরার সময় সালাতুল ইসতেস্কার মাধ্যমে দোয়া করলে বৃষ্টি হয় এবং অতি বৃষ্টিতে দোয়া করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। অনেক আলেমে দ্বীনের দোয়ার তাৎক্ষনিক ফল আমরা প্রত্যক্ষ করেছি অনেকবার। সুতরাং নবী রাসুলদের দোয়া তো কখনো ব্যর্থ হয়নি। হযরত নূহ (আঃ) এর দোয়ার কারণেই আল্লাহ পাক আকাশের দরজা খুলে দেন, জমিনের নীচ দিয়ে পানি উঠান। এভাবে মহা প্লাবন ঘটে যায়। হযরত লুত (আঃ) এর জাতিকে পাথর বৃষ্টি ও বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ বা ভুমিকম্প ঘটিয়ে ধবংস করা হয় যা এখনো লুত সাগরের (মৃতসাগরের) পানির নীচে স্মৃতি বহন করছে। এলাকার জনগণ নবীদের কথা না শোনে বরং তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফলেই আল্লাহ নাখোশ হয়ে তাদের উপর আজাব দিয়ে থাকেন। তাদের অপকর্ম দূর করার চেষ্টা করলে তারা আরও উল্টো ক্ষেপে গিয়ে নবীদের উপর আক্রমণ চালায়। তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দেয়, জুলুম নির্যাতনে জর্জরিত করে, দেশ থেকে বিতাড়িত করে, কিংবা হত্যা করে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাইপো হযরত লুত (আঃ) এর জাতির লোকেরা পুরুষে পুরুষে সমকামীতায় লিপ্ত হতো। সভা সম্মেলনে প্রকাশ্য দিবালোকে সেই পাপীষ্টরা এই কূকাজ করত। একাজে

www.pathagar.com

তাদের কোন লজ্জা শরমের গন্ধ মাত্র দেখা যেত না। যেমন বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে একাজকে সরকারীভাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে পুরুষে পুরুষে বিয়ে হচ্ছে। ইতিমধ্যে এদেশেও এক শ্রেণীর কূরুচী সম্পন্ন মানুষ সমাজকে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেদিনকার জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণ সংকান্ত যে একটি রিপোর্ট, 'বিশটি জায়গায় ১১৭টি ধর্ষণ' শিরেনামে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে গা শিহরে উঠে বৈ কি। এ ছাড়া অহরহ সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে শিশু ধর্ষণের। এহেন পাশবিক অবস্থা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও বুঝি হার মানিয়েছে। উক্ত অবস্থার প্রতিবাদ করার সৎসাহস ও মানুষ হারাতে বসেছে। প্রতিবাদ করলে করা হয় নানা হয়রানী। এমন কি হয়তো দেশান্তর নতুবা নিহত হবার আশঙ্কা শতকরা একশোভাগ। এভাবেই তো নবী রসুলগণ হিজরত করেন কিংবা নির্মমভাবে নিহত হন। বহু নবীকেই নিজ জাতির লোকেরা হত্যা করে। এভাবেই করাত দিয়ে চিরে হত্য করা হয় হযরত জকরিয়া (আঃ) কে। একটি নর্তকীর দাবী অনুযায়ী তদানীন্তন রাষ্ট্র প্রধান গর্দান দিখন্ডিত করে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর। হয়তো এখানো কোন কোন রাষ্ট্রপ্রধান দেশের চিত্র তারকাদের আবদার ও দাবী অনুযায়ী দ্বীনের ধ্বজাধারী আলেম ওলামা, পীর মশায়েখ বা ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের ফাঁসী দিতে দ্বিধাবোধ করবেন না। এমন কি, পবিত্র কুরআনের চরম অবমাননা করতে ও কুন্ঠিত হবেন না।

অথচ এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ হয় তার অসংখ্য প্রমাণ ইতিহাসে উল্লেখিত। অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত ১৯৯৯সালের তুরস্কের ভূমিকম্প। এ সম্পর্কে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য এখানে সংযোজন করা হল ঃ - কুরআন সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহর কালাম। যারাই আল্লাহর কালামের সাথে বেয়াদবী করেছে, তারাই হয়েছে নিশ্চিহ্ন। সম্প্রতি তুরস্কে সংগঠিত ভূমিকম্প নিয়ে পবিত্র কুরআনের অকাট্য মু'যিযা সম্পর্কিত আধুনিক কালের এক জ্বলন্ত প্রমাণ মিলেছে। জর্ডানের দৈনিক 'শাইহান' পত্রিকায় তুরস্কের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে এক চাঞ্চল্যকর খবর পরিবেশন করা হয়। যা মহা সত্য ও আল-কুরআনের চিরন্তন মু'যিযার পরিচায়ক। খবরটি নিম্নরূপঃ -

তুরস্কের মারমারা সাগরের উপকূল সংলগ্ন বিখ্যাত এক নৌ-ঘাঁটি। এই নৌ ঘাঁটিতে গত ১৭ই আগষ্ট' ৯৯ রজনীতে তুরস্কের কয়েক জন সেনা

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত তুর্কী জেনারেলের সংবর্ধনা উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে এক জাঁকালো অনুষ্ঠানের । Mad Night Festival বা উন্মত্ত রজনী উৎসব নামের সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছেন ত্রিশজনের ও বেশী ইসরাইলী কর্নেল, ত্রিশজনেরও অধিক আমেরিকান জেনারেল এবং ত্রিশ জনেরও অধিক স্বাগতিক দেশ তুর্কী জেনারেল। এতে আরো আমদানী করা হয়েছে ইহুদী-খৃষ্টান ও ধর্মনিরপেক্ষ তুর্কী উচ্ছল যৌন আবেদনময়ী সুন্দরী তন্বী নর্তকীদের। যথাসময় শুরু হলো মদ্যপান আর উদ্দাম নৃত্য। জেনারেলদের ঘিরে নাচছে নর্তকীরা। চলছে মদের সয়লাব। উন্মত্ত রজনীর উন্মত্ততা তখন তুঙ্গে। সুরার নেশায় উন্মাদ, অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মদ্রোহী জেনারেলের মাথায় এলো এক শয়তানী পরিকল্পনা। চিৎকার দিয়ে তিনি ডাকলেন এক ক্যাপ্টেনকে। আনতে বললেন আল্লাহর পবিত্র কালাম কোরআন শরীফ। ধর্মপ্রাণ ক্যাপ্টেন শিউরে উঠলেন। তবু উপায় নেই জেনারেলের হুকুম অমান্য করার। পবিত্র কোরআন উপস্থিত করা হলো। জেনারেল নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেনকে, খোল কোরআন, পাঠ কর ১৪ পারার সুরা আল্-হিজরের ৯ নং আয়াত। ভয়ে ভয়ে আয়াতটি পাঠ করলেন ক্যাপ্টেন : ''ইন্না নাহনু নাযযালনাজ জিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজূন'' - (অর্থাৎ 'আমিই (আল্লাহ) কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি নিজেই এর সংরক্ষক')। এর পর জেনারেল ক্যাপ্টেনকে বললেন, ব্যাখ্যা কর এই আয়াতের। শংকিত ক্যাপ্টেন বলেন, আমি জানি না এর ব্যাখ্যা। ব্যঙ্গাত্মক হাসি ফুটে উঠল জেনারেলের মুখে। তারপর তিনি বললেন, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ বলছে, আল্লাহ নাজিল করেছে এই কিতাব আর সে নিজেই নাকি রক্ষা করবে এই কুরআনকে। এই কথা বলে জেনারেল বিদ্রুপাত্মক অট্টহাসি দিয়ে এক পর্যায়ে পবিত্র আল্-কুরআন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে-ছড়িয়ে দিলেন নর্তকীদের পায়ের তলায় আর দম্ভ ভরে উচ্চারণ করলেন, কোথায় সে কুরআন নাজিল কারী আর কোথায় সে এর হেফাজতকারী। মদের আসরে নৃত্যরত নগ্ন এই পৈশাচিক উন্মত্ত দৃশ্য দেখে ভয়ে আল্লাহু আকবর বলে চিৎকার দিতে দিতে হল রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। পরিত্যাগ করলেন ঘাঁটি। আর ঠিক তখনই সমুদ্র বক্ষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল প্রচন্ড অগ্নিস্তম্ভ। কমলা রঙের প্রবল আলোর বিচ্ছুরণে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। সংগে সংগে ভয়াবহ এক মহাশব্দ, মহানাদ। সবকিছু এক নিমিষের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল। নেমে এল খোদায়ী মহাগজব। আর সেই গজবে মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু লন্ডভন্ড

www.pathagar.com

মিসমার হয়ে পুরো নৌঘাঁটি প্রোথিত হয়ে গেল। বিলীন হয়ে গেল মৃত্তিকাগর্ভে। কারো চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রইলো না। প্রচন্ড ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল পার্শ্ববর্তী অন্যসব এলাকা।

খোদার গজবের সুচনা হয় এভাবে ঃ

প্রথমত ঃ কমলা রং-এর প্রচন্ড এক আলো যা উক্ত এলাকাকে আলোকিত করে।

দ্বিতীয়ত ঃ আল্লাহ সমুদ্রের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেন। সেখান থেকে লেলীহান আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাথে সাথে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হতে থাকে।

তৃতীয়ত ঃ প্রতিশোধ গ্রহণকারী মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ সেই সামুদ্রিক সামরিক ঘাঁটিটিকে সমুদ্রের মাঝে তাঁরই সৃষ্ট অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেন। (এরপর ভূমিকম্প এলাকার অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে)

চতূর্থত ঃ এখনও পর্যন্ত আমারিকা, ইসরাঈল এবং তুরস্কের কেউই, তাদের জেনারেলদের কারো লাশের সন্ধান পায়নি যাদেরকে আল্লাহ ডুবিয়ে দিয়েছেন।

ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তুপের সরেজমিনে রিপোর্ট এর সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ-

বিগত ১৭ই আগষ্ট ৯৯ইং রজনীতে উক্ত অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে রাত ৩টা ৫মিনিটে ভূমিকম্প আরম্ভ হয় এবং উহা ৪৫সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আলমাস (ডায়মন্ড) নামে পাঁচতলা হোটেলে এই অনুষ্ঠানটি চলছিল। ভূমিকম্পের সময় মারমারা সাগরের পানির ঢেউ ৩০/৪০ মিটার উঁচু হয়ে লাফাচ্ছিল। এই ধ্বংস স্তুপের সামান্য তথ্য রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই পর্যন্ত ওখানে ৩০০শত সাধারণ লোকের লাশ বের করা হয়। এর মধ্যে শতকরা ৮০ভাগই অবৈধ যৌনাচার বা জেনার কাজে লিপ্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে একজন মার্কিন ডুবুরি জানান, সমুদ্র তলদেশে ১০০মিটার গভীরে গিয়েও তিনি নৌঘাঁটির কোন চিহ্ন দেখতে পাননি। এরপর তিনি ভূপৃষ্টে উঠে এসে ৬২মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নৌঘাঁটির নৃত্য শালার ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেন। তাতে অস্ত্রসহ একটি গাছের কান্ডকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। এই ব্যক্তির হাতে ছিল তাস, তার চোখের অবস্থা ছিল আগের ব্যক্তির মতই, আর চেহারা ছিল বানরের মত। এই সব দেখে ডুবুরি বলেন, তিনি আর কখনও নৌঘাঁটির অনুসন্ধানে সমুদ্রের তলদেশে যাবেন না।

www.pathagar.com

সংবাদটি তুরস্কের 'শাইহান' পত্রিকা, কাতারের 'আল ওয়াতান' পত্রিকা, বাহরাইনের 'আননুখবাহ' পত্রিকা এবং তুরস্কের বেশ কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যাতে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক লোক নিহত হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ! এ ধরনের গযব থেকে মহান আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন।

সূত্র ঃ ইন্টারনেট ঃ-http: / www.mail /. com / mailcom / irame, sreadmail. jhtml? msgid = 5062364310 উক্ত ঘটনাটি বাংলাদেশে ১৯/১/২০০০তারিখের দৈনিক সংগ্রাম এবং ২১/১/২০০০তারিখের দৈনিক ইনকিলাব সংখ্যাসহ দেশের আরো বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে বিগত ২৬, ২৭ ও ২৮/১/২০০০ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে একটি সরেজমিনে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একটি মুশরিক পরিবারে জন্ম লাভ করেন বুদ্ধির উন্মেষ ঘটার সাথে সাথেই তিনি নিজ পিতার মুর্তি পূঁজার প্রতিবাদ করেন। পিতা এবং বাদশাহর পক্ষ থেকে তাঁকে অনেক শাসানো হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহর বিশেষ রহমত ও কুদরতে তিনি নিরাপদে বেঁচে যান। তারপর তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে আল্লাহ পাক জাতির নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেন। পক্ষান্তরে তাঁর বিরুদ্ধবাদী বাদশা খোদাদ্রোহী নমরূদ আল্লাহর নাম দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে যখন সীমাহীন প্রচেষ্টা চলায়, তখন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি কূলের একটি ক্ষুদ্র প্রজাতি মশা বাহিনী পাঠিয়ে দেন যাদের সাথে কোন তলোয়ার, কামান কোন আগ্নেয়াস্ত্রই কাজে আসার নয়। শেষ পর্যন্ত একটি পা ভাঙ্গা মশা তার নাকের ছিদ্র দিয়ে মাথার ভিতরে পৌঁছে যায়। শুরু করে মগজে দংশন। নমরূদের দারুণ মাথা ব্যথা চলতে থাকে। তার একজন দেহরক্ষী বা চাকরকে মাথা টিপে দেয়ার কাজে নিয়োগ করে। রক্ষীটি মাথা টিপতে থাকে, পিটাতে থাকে, তবুও ব্যথা বন্ধ হয় না। এক পর্যায়ে তার সেই দেহরক্ষী বিরক্ত হয়ে তার মাথায় এমন আঘাত করে বসে যে, এতে তার জীবন লীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। তার নিজেরই রক্ষী বাহিনীর সদস্য দিয়ে তাকে ধ্বংস করে দেন মহান আল্লাহ।

মহান আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে করেন চির সম্মানিত আর নমরূদ ও তার পন্থানুসারীদের করেন ঘৃণিত, ধিকৃত। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর

www.pathagar.com

দোয়ার ফলে তাঁরই আহবানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর হুকুমে এখনও সারা দুনিয়ার মুসলমান পবিত্র কাবাঘর তওয়াফ করতে, হজ্জ করতে মক্কায় আসেন। এখনও মক্কার সেই নির্ধারিত এলাকা 'বলদিল আমিন' বা 'নিরাপদ নগরী' হিসাবে সংরক্ষিত আছে। আর তাঁরই বংশে হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) হযরত ইউছুফ (আঃ) হযরত মূসা ও হারুন (আঃ) সহ অসংখ্য নবী রসুল প্রেরিত হন। তাঁরই দৌহিত্র হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর অপর নাম ঈসরাইল এর নামানুসারে বনি ইসরাঈলের মত বিরাট বংশের উদভব হয়। এক সময় আল্লাহর অভিনব নেয়ামত স্বরূপ 'মন্' ও 'সলওয়া' নামক আসমানী খাবার লাভ করে এ জাতির লোকেরা। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী শুরু হয়, বিকৃত মানসিকতা দেখা দেয়, আল্লাহ নানা ভাবে তাদের শাস্তি দেন এই দুনিয়ার বুকে। যেমন উত্থান, তেমনই পতন। শেষ পর্যন্ত এ জাতি গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয় মিশরের বাদশা ফেরাউনের কাছে। রাজবংশ কিবতীদের কাছে দাস বংশ বনি ইসরাঈল বড়ো নির্যাতিত জীবন যাপন করতে থাকে। দাস বংশ হলেও এ জাতির পুরাতন ঐতিহ্যের কথা জানা ছিল বলে ফেরাউন তাদেরকে চিরতরে পদদলিত রাখার জন্যে জন-নিয়ন্ত্রণ তথা পুরুষ নিয়ন্ত্রন চালু করে। ইসরাঈল বংশে কোন পুরুষ সন্তান জন্মলাভ করলেই তাকে মেরে ফেলা হতো। ঘরে ঘরে গোয়েন্দা বিচরণ করতো কোন ফাঁকে কোন পুরুষ সন্তান বেঁচে যায় কিনা দেখার জন্যে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সিদ্ধান্ত কে পাল্টাতে পারে? হযরত মূসা (আঃ) জন্মলাভের পর তাঁর মা তাঁকে একটি সিঁন্দুকে ভরে বা কোন কিছুর উপর চড়িয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেন এবং তা কোন্ দিকে যায় লক্ষ্য রাখার জন্যে কন্যা জুলেখাকে পাঠিয়া দেন। ফেরাউনের স্ত্রী শিশু মূসাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং তাঁকে লালন পালন করার ইচ্ছা পোষণ করে। ফেরাউন তাতে রাজী হয়। কিন্তু শিশু মূসা কোন মহিলার দুধ পান করছে না দেখে তারা বিব্রত বোধ করে। তখন মূসার বড় বোন সেখানে উপস্থিত হয়ে একটি মেয়ে লোকের সন্ধান দেয় যার দুধ মূসা (আঃ)পান করেন। আসলে সেই মহিলা ছিলেন মূসা (আঃ) এর মা। আল্লাহর কুদরতে এভাবে মূসা (আঃ) যৌবন পর্যন্ত আপন মায়ের কোলে আদর যত্ন, স্নেহ-মমতা ও শিক্ষা দীক্ষায় গড়ে উঠেন। আর সাথে সাথে ফেরাউনের রাজ দরবারের প্রয়োজনীয় রাজকীয় যোগ্যতা রাজপুত্রের ন্যায়ই লাভ করেন। ঘটনা চক্রে একদিন নিজ জাতির এক ব্যক্তিকে সাহায্য করতে গিয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত একজন কিবর্তী বংশের লোককে একটি ঘুষি মারলে লোকটি সেখানেই মারা যায়। এই অনিচ্ছাকৃত

www.pathagar.com

হত্যাকান্ডের অপরাধে তিনি নিজে খুবই অনুশোচনা করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হবার আগেই সেই দেশ ত্যাগ করেন। সেই হত্যা মামলার পলাতক আসামীর মতো একজন লোক পরবর্তী সময়ে নবুয়্যাত লাভের পর আল্লাহর হুকুমে ফেরাউনেরই নিকট গিয়ে তাঁকে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রেসালাতের আদর্শ অনুসরণ করার দাওয়াত দেন। আল্লাহর দেয়া মোজেজা--লাঠির সাপে পরিণত হওয়ার সাথে মোকাবিলা করার জন্য দেশের সকল যাদুকর সমবেত করা হল। অসংখ্য মানুষের বিশাল সমাবেশে মূসা (আঃ) এর লাঠি সাপের রূপ নিয়ে যখন যাদুকরদের যাদুর সাপগুলি গিলে ফেলল তখন সাথে সাথেই যাদুকরেরা আল্লাহ রাব্বুল আলমীনের উপর ঈমান এনে মূসা (আঃ) এর দলভুক্ত হয়ে যান। ফেরাউনের মৃত্যু দন্ডের হুমকিকে বিনা দ্বিধায় উপেক্ষা করে তাঁরা ইসলামী সংগঠনের সদস্য হিসাবে নির্ভীক ঘোষণা দেন, "আমরা মূসা ও হারুনের রবের উপর ঈমান আনলাম"। কিন্তু ফেরাউন নাছুড় বান্দা। শেষ পর্যন্ত মূসা (আঃ) ও তাঁর দলভুক্তদের ধ্বংস করার জন্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে আক্রমণ চালায়। আল্লাহর হুকুমে মূসা (আঃ) নিজের লোকজন সহ হিজরত করতে চলেন। চলতে চলতে সামনে বিরাট নদী; আর পিছনে ফেরাউনের বাহিনী। এমতাবস্থায় আল্লাহর হুকুমে নদীর পানিতে লাঠির আঘাত করতেই পানি উভয় দিকে পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে থাকে। মাঝখানে বিরাট রাস্তা দিয়ে মূসা (আঃ) ও তাঁর দলীয় সবাই নদী পার হয়ে যান। একই রাস্তায় পিছন দিক থেকে ফেরাউন তার দলবল নিয়ে রওয়ানা হলে মাঝনদীতে পৌঁছতেই উভয় দিকের দাঁড়িয়ে থাকা পানির স্তুপ মিলিয়ে দিয়ে ফেরাউনকে সবংশে ও সৈন্য সামন্তসহ ডুবিয়ে মারেন মহান আল্লাহ।

এখানে লাঠির আঘাতে নীলনদের পানি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, পাহাড়ের মত পানির স্তুপ দাঁড়িয়ে থাকা এবং মাঝখান দিয়ে, বিরাট রাস্তা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি যাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় তাদেরকে আজকের বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দিকে দৃষ্টিপাত করার আহবান করবো। রিমোট কন্ট্রোলের মতো যন্ত্রগুলোর সামান্য ইঙ্গিতে যে ভাবে কাজ হয় তা কি কম আশ্চর্যের ব্যাপার? মহান আল্লাহর সৃষ্ট জীব মানুষ তাঁরই দেয়া মেধা, বুদ্ধি ও প্রতিভার দ্বারা যদি ওসব যন্ত্রে এমন ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে, তবে সেই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠিতে তার চেয়ে অনেক-অনেকগুণ শক্তি তো দিতে পারেন- যার ইঙ্গিতে নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ

www.pathagar.com

পরিচালন সম্ভব হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

মিশরের তদানীন্তন শাসক ফেরাউনের স্বপ্ন ছিল বংশ বংশানুক্রমে বাদশাহী মসনদ ধরে রাখা। এ উদ্দেশ্যেই সম্ভাব্য বিরোধীদল যেন অঙ্কুরিত হতে না পারে সে জন্যে বনি ইসরাঈলের পুরুষ সন্তান হত্যা করে জন-নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেও ফেরাউনের স্বপ্ন বাষ্পীভুত হয়ে উড়ে গেল। আল্লাহ বলেন, ''শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই আমরা তার গুনাহের দরুণ পাকড়াও করেছি অতঃপর তাদের মধ্যে কারও উপর আমরা পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠিয়েছি। কাকেও এক ভয়াবহ প্রচন্ড শব্দ পেয়ে বসল। কাকেও আমরা জমীনে ধ্বসিয়ে দিয়েছি এবং কাকেও ডুবিয়ে দিয়েছি। তাদের উপর আল্লাহ জুলুম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল। (সূরা আনকাবুত -৪০) নি[১৫]

ফিরাউনেরই দলভুক্ত মূসা (আঃ) এর বংশের এক ধনকুবের কারুন। ইহুদী বর্ণনা মতে কারুনের ধনাগারের চাবি বহন করার জন্য তিনটি খচ্ছর প্রয়োজন হত। (ইয়াহুদী বিশ্বকোষ ৭ম খন্ড ৫৫৬ পৃঃ) এ বর্ণনা যদিও বাড়াবাড়ি; কিন্তু ইসরাঈলী বর্ণনা মতে ও যে কারুন অতিবড় ধনকুবের ছিল তা একথা হতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এ লোকটিও মূসা (আঃ) এর বিরোধিতা করে। সে তার ধনসম্পদ নিয়ে চিরদিন দুনিয়ায় টিকে থাকবে বলে মনে করেছিল। তার কৃপণতা ও খোদাদ্রোহিতার কারণে সে মাটিতে ধ্বসে যায়। ফেরাউনের আর একজন মন্ত্রী হামানও ফেরাউনের সাথে ডুবে মরে।

আদ্ জাতির উপর ক্রমাগতভাবে সাত রাত আটদিন পর্যন্ত প্রচন্ড ঝড় তুফান চলছিল। (সূরা আল হাক্কাহ-৭) নি[১৬] আল্লাহর নবী হযরত হুদ (আঃ) এর দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে বরং তার বিরোধিতা করার কারণে আল্লাহ এ জাতির উপর সে আজাব নাজিল করেন।

সামুদ জাতির প্রতি আল্লাহর নবী হযরত ছালেহ (আঃ) দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন। এ জাতি তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহর নাফরমানী ও নবীর বিরেধিতা করার কারণে শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আযাব নাযিল হল। একটি প্রচন্ড শব্দের কারণে যে যেখানে ছিল সেখানেই মরে পড়ে রইল।

www.pathagar.com

মাদইয়ানবাসির প্রতি তাদের ভাই হযরত শুয়াইব (আঃ) কে আল্লাহ নবী করে পাঠান। তাঁর জাতির লোকেরাও আল্লাহর পথে না আসার কারণে আযাবে নিপতিত হয়।

আমরা সাধারণত ঝড়-তূফান, অনাবৃষ্টি–অতিবৃষ্টি, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, মহামারী ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে থাকি। কেউ কেউ বলে এসব প্রকৃতির খেয়ালী বা লীলা খেলা। এতটুকু বলেই অনেকে ক্ষান্ত হয়। তারা প্রকৃতির পশ্চাতে অন্য কোন মহা শক্তিধর স্রষ্টা বিধাতার কথা স্বীকার করতে চায় না। অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা বা হটকারিতার কারণে স্রষ্টাকে মৌখিকভাবে স্বীকার না করলেও অন্তরের অন্তস্থল থেকে নিজের অজ্ঞাতসারেই স্বীকার করে বসে। বিশেষতঃ বিপদের সময় সবাই আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চায়। নৌকায় চড়ে সাগর পাড়ী দিলে সেখানে যদি ঝড় তূফান শুরু হয় তবে চরম নাস্তিকও আল্লাহ আল্লাহ চিৎকার করে। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূঁজারী মুশরিকরাও একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চায়। শক্ত দিলের নাস্তিকেরা পর্যন্ত খোদার সাহায্য লাভের আশায় দু'হাত তুলে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করে। আল্লাহ বলেন, "তাদের বল ঃ একটু চিন্তা করে বল দেখি, তোমাদের উপর যদি খোদার নিকট হতে কোন বিপদ এসে পড়ে কিংবা সর্বশেষ মুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখন কি তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাক? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও। তখন তো তোমরা সকলে কেবল আল্লাহকেই ডেকে থাক। অতঃপর তিনি যদি চান, তবে তোমাদের উপর হতে এ বিপদ দূর করেন। এ ধরনের অবস্থায় তোমরা তোমাদের বানিয়ে লওয়া শরীক মাবুদদেরকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও।" - (সূরা আল্ আনয়াম-৪০, ৪১) নি[৭]

আবু জহল এর পূত্র ইকরামা এরূপ নিদর্শন দেখতে পেয়েই ঈমান গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। হযরত নবী করিম (সঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন ইকরামা প্রাণ ভয়ে জিদ্দার দিকে পালিয়ে যান এবং একটি নৌকায় চড়ে আবিসিনিয়ার দিকে যাবার চেষ্টা করেন। নৌকাটি সমুদ্রে ভীষণ তুফানে ডুবে যাবার উপক্রম হলে চির উপাস্য দেবদেবীকে ডাকার পর কোন ফলোদয় হলো না। এতে আরোহীরা সবাই আল্লাহকেই ডাকতে থাকে। এ মুহূর্তে ইকরামার অন্তরচক্ষু খুলে যায় এবং উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠেন, "এ সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউ যদি সাহায্যকারী না-ই থাকেন, তবে অন্য কোথাও কেন অন্য কাউকে ডাকব? ঠিক একথাইতো খোদার

www.pathagar.com

ওই নেক বান্দাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিশ বছর ধরে আমাদেরকে বলছেন, বুঝাচ্ছেন। আর আমরা শুধু শুধুই তার সাথে লড়াই ঝগড়া করছি। এ তুফান হতে বাঁচতে পারলে আমি সোজা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট হাজির হব এবং তাঁর হাতেই হাত সঁপে দেব।" ইকরামা এই ওয়াদা পূরণ করে কেবল মুসলমান হয়েই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর পরবর্তী জীবন ইসলামের জন্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করেই কাটিয়েছিলেন।

তবে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এই যে, বিপদ কেটে গেলেই তারা আবার আল্লাহকে ভুলে যায়। এ জন্যেই তো আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।"-(সূরা -আল আদিয়াত-৬) নি[১৮]

এসব আযাব সমূহকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে মেনে নেয়া হলেও প্রশ্ন থাকে যে, এই প্রকৃতি কি? আর প্রকৃতি চলে কার হুকুমে? চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জোতিষ্ক মহাশূন্যে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই নিজ নিজ কক্ষপথে নিদিষ্ট লক্ষ্যপানে ছুটে চলছে। আল্লাহ বলেন, "সব কিছু মহাশূণ্যে নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার কাটছে।"-সূরা ইয়াছিন-৪০)নি[১৯]

প্রকৃতির একজন মহা পরিচালক, মহা বিজ্ঞানীর অস্থিত্ব যদি না থাকত, তবে প্রকৃতির রাজ্যে এতো সুন্দর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা বিরাজ করতো না। কেবল দু' একটি উদাহরণ এজন্যে যথেষ্ট। যেমন ঃ পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে দূরত্বটুকু ৯কোটি ৩০ লক্ষ মাইল না হয়ে যদি কিছু বেশী হতো, তবে পৃথিবীবাসী তাপের অভাবে শীতের প্রভাবে বাঁচতে পারতো না কিংবা এ দুরত্ব যদি আরও অনেক কম হত, তবে পৃথিবী পৃষ্টে তাপের এত আধিক্য দেখা দিতো যে, তাতে ও ভূ-ভাগ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে জীব-জন্তু ও গাছপালার অস্তিত্বই টিকে থাকার অনুপযোগী হয়ে যেত। কাজেই দেখা যায়, প্রকৃতির সবকিছু এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে, এক মহান বিধাতার বিধানে, একমাত্র মহাবিজ্ঞানীর কৌশলে, মহান রাজাধিরাজের হুকুমে যথানিয়মে চলছে। "সৃষ্টি জগতের কোথাও বিন্দু মাত্র নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এর সবকিছুই যেন এক আল্লাহর আনুগত্য করছে।" (সুরা মুলক্ -৩) নি[২০]

www.pathagar.com

অতএব একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, প্রকৃতি নিজে নিজে চলতে পারেনা। একমাত্র আল্লাহর হুকুমে চলছে। তিনি হুকুম করলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলে আসে।

ঐ বিপদ সংকেত যারা বিশ্বাস করেনা তাদের অবস্থা এই যে, তারা এর বিরুদ্ধে আরও হাসি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকে। তারা একথায় বিশ্বাসীদেরকে বলে সাম্প্রদায়িক। এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তথা, বুদ্ধি ব্যবসায়ীদের মতে সাম্প্রদায়িকতাই নাকি চূড়ান্ত অপসংস্কৃতি, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, ধর্মই সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। ধর্মীয় বাধা নিষেধের কারণেই ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে - ইত্যাদি আরও কত কি। আসলে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীটের শিক্ষক কিংবা সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হয়েও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণার স্বল্পতার কারণেই তারা অনুরূপ উক্তি করে থাকেন। তাঁদের অজ্ঞতা প্রসূত বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে অনেক লোক সেই নাস্তিক্যবাদের পথেই অগ্রসর হয়। তাদের একথা বুঝে নেয়া দরকার যে, ইসলাম কেবল প্রচলিত অর্থে একটি ধর্ম নয়। এ হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক মতবাদ বা মতাদর্শ। বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলমীন মানব জাতির জন্যে দুনিয়াবী জীবনবিধান হিসেবে একমাত্র ধর্ম (দ্বীন) ইসলামকেই মনোনীত করেছেন। সকল মানুষের উচিত এ বিধান মেনে চলা। কাজেই ইসলাম নিখিল বিশ্বের সব কিছুকেই একই বিধাতার বিধানের অনুসারী ঘোষণা করে মানুষ জাতিটাকেও তাঁরই বিধানের অধীনে একটি মাত্র সম্প্রদায় তথা, মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত করতে চায়। সুতরাং এধর্ম মানব জাতিকে বড় জোর দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, "আমি মানুষকে দুটি পথ দেখিয়েছি, — " নি[২১] (সূরা বলদ)

"আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হবে, না হয় হবে অকৃতজ্ঞ।"- (সূরা আদ্দাহার-৩) নি[২২]

এ দুটি পথের অনুসারী দুইটি দলকেই কোরআনের কোথাও আল্লাহর দল ও শয়তানের দল, কোথাও ডানপন্থী ও বাম পন্থী, কোথাও 'শাকের' ও 'কাফের' ইত্যাদি দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমরা মনে করি যে, আল্লাহর দলকে সত্যিকার মানুষ গণ্য করে শয়তানের দলকে মনুষ্যত্ব

www.pathagar.com

বিবর্জিত মানব রুপী ভিন্ন সম্প্রদায় ধরা হলে গোটা দুনিয়ার মানুষকে ইসলাম একটি মাত্র সম্প্রদায় রূপে দেখতে চায়।

বুদ্ধি ব্যবসায়ী জ্ঞান পাপীর দল সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি বলতে কি বুঝাতে চান তা তাঁরাই ভাল জানেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, মানব জীবনের বাঞ্ছিত আচার আচরণের মধ্যে ভাঙ্গন বা কমতি দেখা গেলে তা মেরামত বা সংস্কার করার জন্যেই সংস্কৃতি। সুতরাং সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপ হবে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দানের মূল উপাদান। সেই উপাদান গুলোর মর্মকথা হবে একমাত্র আল্লাহ, ফেরেস্তা, আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসুল (সঃ), পরকাল এবং তক্বদীরের উপর অটল বিশ্বাস রেখে আল্লাহর গোলামী ও রসুলের (দঃ) অনুসরণ। এ জন্যে শিক্ষার মৌলিক উপাদান রয়েছে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি বিভিন্ন ইসলামী আচার আচরণ এবং অনুষ্ঠানাদী। অবিশ্বাসীদের মতে, নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা, নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদি হচ্ছে সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপ আর এসবের মাধ্যমে চিত্ত বিনোদন হয়। অথচ আল্লাহ বলেন, "সাবধান! আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই আত্মার প্রশান্তি লাভ-চিত্ত বিনোদন সম্ভব।" (সুরা রাদ-২৮)নি[২৩] সম্ভবতঃ এ কারণেই অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেরা নামাবলী জপা বা কীর্তণের মাধ্যমে মনের প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করে থাকে। ইসলামের অনুসারীদের মধ্যেই 'যিকর' করার বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন তাসাউফ পন্থী অনেক বুজর্গানে দ্বীন। আসলে জীবনের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করাই হচ্ছে 'যিকর'। আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআন এবং নামাযকেও যিকর বলা হয়। এক কথায় সর্বদা আল্লাহকে 'হাজির, নাজির, সামীউন্ বছীর' জেনে তাঁরই দেয়া জীবনপদ্ধতি জেনে নিয়ে মেনে চলাই যিকর এর মূল উদ্দেশ্য এবং এতেই মানুষের অনাবিল শান্তি নিহিত। এর বিপরীত পন্থা অনুসরণ করলেই দুনিয়াতে অশান্তি, ক্বিয়ামতে মহা বিপদ এবং আখেরাতে চরম কঠিনতম আযাব ভোগ করতে হবে। মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে সেই বিপদের মোকাবিলা করতে হবে। বস্তুবাদী বা নাস্তিক্যবাদীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করে নিজেদের বুদ্ধির মাধ্যমে। তাদের বুদ্ধিতে যা কুলায় তা নিয়ে যথাসম্ভব মোকাবিলার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত হযরত নূহ (আঃ) এর পুত্র কেনানের মত ডুবে মরতে বাধ্য হয়। সুতরাং বিপদ মোকাবেলার সঠিক পন্থা জেনে নেয়া আবশ্যক।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ তালা কোরানের বিভিন্ন জায়গায় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া'র বা পরম কল্যাণ লাভ করার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের কথা বলব যা তোমাদের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে? তা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করবে, এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম, যদি তোমরা জেনে থাক। - (সূরা আছছফ-১০, ১১) নি[২৪]

এখানে 'জিহাদ' শব্দটির ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। কেননা, বিরুদ্ধবাদীরা জিহাদ শব্দের অর্থ করে ধর্ম যুদ্ধ। কিন্তু এর সঠিক অর্থ তা নয়। এর অর্থ হচ্ছে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। অন্যকথায়, কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে যাবতীয় চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাবার নামই ঐ লক্ষ্যের পথে জিহাদ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল চেষ্টা সাধনা করা হয় তাকে বলা হয় 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' আল্লাহর সন্তুটি লাভের জন্যে তাঁরই ইচ্ছানুসারে দুনিয়ার জীবন পরিচালিত করতে হবে, যাকে বলা হয় আনুগত্য বা ইবাদত। কেননা, দুনিয়াতে তিনি জ্বীনও মানুষকে কেবল-মাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, ''আমি জ্বীন ও মানুষকে একমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।'' -(যারিয়াত - ৫৬) নি[২৫]

'ইবাদত' শব্দটি আরবী 'আবদ' শব্দ থেকে গঠিত। এর অর্থ গোলামী করা বা দাসত্ব করা। সুতরাং একজন মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে বলা হবে তখন, যখন সে তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলবে। সেই আদেশ নিষেধ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে, প্রতিটি মুহূর্তে মেনে চলার জন্যে তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা ও তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর ইবাদতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তীব্রতা উপলব্ধি করে তারই প্রেক্ষিতে সামগ্রিক চেষ্টা সাধনা করাই জিহাদ। সুতরাং জিহাদ মানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আল্লাহর সন্তুটি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর আনুগত্য করার উপায় স্বরূপ ইসলামী আদর্শের অনুসারী একটি সমাজ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাই আল্লাহর পথে জিহাদ। এ রাষ্ট্রের পরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হওয়াই উক্ত আদর্শের দাবী। এমনটি রাষ্ট্রের অধিবাসী জনসমাজ আল্লাহকে খুশী রাখে বলেই আল্লাহর দেয়া শান্তিতে তারাও থাকে সন্তুষ্ট। এমন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

"আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজী হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি রাজী হয়েছেন। এসব কিছু তাঁর জন্য যে নিজের খোদাকে ভয় করেছে।" (সূরা বাইয়েনাহ-০৮)নি[২৬]

এখানে খোদার সন্তুটি লাভের উপায় স্বরূপ তাঁকে ভয় করে জীবন যাপন করার কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খোদার ব্যাপারে ভয়হীন ও দুঃসাহসী হয়ে জীবন যাপন করে না, বরং পদে পদে তাঁকে ভয় করে চলে, খোদার কাছে ধরা পড়ে যেতে পারে এমন কোন কাজই যেন তার দ্বারা না ঘটে এ জন্যে পুরোপুরি সতর্কতা অবলম্বন করে, সে ব্যক্তির জন্যই খোদার নিকট বিরাট শুভ ফল রয়েছে; মহা কল্যাণ এতেই নিহিত। মহা বিপদ থেকে এরাই রক্ষা পাবার যোগ্য।

মহা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া লোকদেরকে কোরআনের ভাষার বলে 'মুফলিহূন' বা কল্যাণপ্রাপ্ত। এ কল্যাণ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই হতে পারে। কল্যাণ লাভের উপায় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত এখানে তোলে ধরা হলো।

"ইহা আল্লাহ তালার কিতাব, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। ইহা জীবন যাপনের ব্যবস্থা সেই মুত্তাকীদের জন্য যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, আমরা তাদেরকে যে রিজ্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে, যে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সে সবকেই তারা বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে; বস্তুত এ ধরণের লোকেরাই তাদের খোদার নিকট হতে অবতীর্ণ জীবনব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ লাভ করে এবং করছে।" (আল বাকারাহ ২-৫) নি[২৭]

পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করে কল্যাণ প্রাপ্ত হবার জন্যে এখানে ছয়টি শর্তের কথা বলা হয়েছে। শর্তগুলো হচ্ছে এই ঃ -মুত্তাকী বা পরহেজগার হতে হবে। অর্থাৎ ভাল মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং ভালটা গ্রহণ ও মন্দটা বর্জন করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি ও চেষ্টা থাকতে হবে।

১। গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত হওয়া তথা, খোদার সত্তা ও গুণাবলী, ফিরিশতা, ওহী, দোজখ বেহেশ্ত ইত্যাদি না দেখা সত্বেও বিশ্বাস করতে হবে।

www.pathagar.com

২। ইমানের মৌখিক স্বীকারোক্তির সাথে তার বাস্তব অনুসরণ হিসাবে প্রথম কাজ নামায কায়েম করতে হবে।

৩। মানুষ সংকীর্ণমনা ও অর্থের পূঁজারী না হয়ে তার সম্পদে যার যে অধিকার রয়েছে সে অনুযায়ী খরচ করবে।

৪। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও অন্যান্য নবীদের প্রতি ওহীর সাহায্যে যে সব কিতাব নাযিল হয়েছে তা সবই মানব জাতির জন্য সত্য বিধান রূপে বিশ্বাস করবে। অর্থাৎ রিসালাত ও কিতাবে বিশ্বাস করবে।

৫। আখেরাত বা পরকালে বিশ্বাস করবে।

''হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনি ভাবে ভয় করতে থাক এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে এখন পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে পড়ো পড়ো অবস্থায় ছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হতে পার। আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা সৎকাজের প্রতি আহবান জানাবে ও ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে, আর তারাই হবে সফলকাম''। (আলে ইমরান-১০২, ১০৪) নি[২৮]

''হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না; আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।'' - (সূরা আলে ইমরান-১৩০) নি[২৯]

''হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।'' - (সুরা আলে ইমরান-২০০) নি[৩০]

''হে ঈমানদারগণ! খোদাকে ভয় কর, তার দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর। এবং তাঁর পথে চেষ্টা ও সাধনা কর, সম্ভবতঃ তোমরা সাফল্য মন্ডিত হতে পারবে।'' - (সূরা মায়েদা-৩৫) নি[৩১]

www.pathagar.com

"হে ঈমানদার লোকেরা, এই মদ, জুয়া, আস্তানা ও পাশা এ সবই নাপাক শয়তানী কাজ। তোমরা ইহা ত্যাগ কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।"- (সূরা মায়েদা-৯০) নি[৩২]

"হে নবী, তাদের বল, পাক ও নাপাক কোন অবস্থায় এক রকম নয়, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য তোমাদেরকে যতই আসক্ত ও আকৃষ্ট করুক না কেন। অতএব, হে লোকেরা, যাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান আছে, খোদার নাফরমানী হতে দূরে থাক; আশা করা যায় যে, তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে।" - (সূরা মায়েদা-১০০) নি[৩৩]

"তার অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হবে, যে খোদা সম্পর্কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? এরূপ জালেম লোক কখনই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না।" - (সূরা আল আনয়াম-২১) নি[৩৪]

"অতঃপর আমরা পূর্ণ বিজ্ঞতা সহকারে সমস্ত কাহিনী পেশ করব। আমরা কোথাও লুকিয়ে ছিলাম না। আর ওজন সে দিন নিশ্চিতই সত্য সঠিক হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। -(সূরা আল আরাফ-৭, ৮) নি[৩৫]

"(অতএব আজ এই রহমত তাদেরই প্রাপ্য) -যারা এই উম্মী নবী রসুলের অনুসরণ করবে। যার উল্লেখ তাদের নিকট রক্ষিত তওরাত ও ইনজীলে দেখতে পাবে। সে তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করে, বদ কাজ হতে বিরত রাখে। তাদের জন্য পাক জিনিস সমূহ হালাল ও না-পাক জিনিসগুলোকে হারাম করে। আর তাদের উপর হতে সেই বোঝা সরিয়ে দেয় -যা তাদের উপর চাপানো ছিল এবং সেই বাধা ও বন্ধন সমূহ খুলে দেয় যাতে তারা বন্দী হয়েছিল। অতএব যে সব লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা করবে, সেই আলোর অনুসরণ করবে যা তার সংগে নাযিল করা হয়েছে। তারাই কল্যাণ লাভ করবে।- (আল আরাফ-১৫৭) নি[৩৬]

"পক্ষান্তরে রসুল এবং তার প্রতি ঈমানদার লোকেরা নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। এখন তো সকল রকমের কল্যাণই কেবল তাদের জন্য। আর তারাই কল্যাণ লাভে সফল হবে।"

- (সূরা তওবাহ-৮৮) নি[৩৭]

www.pathagar.com

"অতঃপর তার অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হবে, যে একটি মিথ্যা কথা রচনা করে, আল্লাহর নামে চালিয়ে দেবে, কিংবা তাঁর কোন সত্যিকার আয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করবে। নিশ্চিত জেনো, পাপী অপরাধী লোক কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।"-(সূরা ইউনুছ-১৭) নি[৩৮]

"আর এই যে তোমাদের মুখের কথা মিথ্যা হুকুম লাগায় যে, এটা হালাল, আর এটা হারাম -এভাবে হুকুম লাগিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা মিথ্যা চালিয়ে দিওনা। যে সব লোক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা চালায়, তারা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।"-(সূরা আন নহল-১১৬) নি[৩৯]

"হে ঈমানদার লোকেরা! রুকু এবং সেজদা কর, তোমাদের খোদার বন্দেগী কর, নেক কাজ কর। সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। (সূরা হজ্জ-৭৭) নি[৪০]

"নিশ্চিতভাবে কল্যাণ লাভ করল সেইসব ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা, যারা নিজেদের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা বেহুদা কাজ হতে দূরে থাকে, যারা তাযকিয়া ও যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়। যারা নিজেদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে, নিজেদের স্ত্রীদের ছাড়া এবং সেই মেয়েদের ছাড়া যারা তাদের ডান হাতের মালিকানাধীন হবে। এ ক্ষেত্রে (হেফাজত না করা হলে) তারা তিরস্কার লাভের উপযুক্ত নয়। অবশ্যই এদের ছাড়া অন্য কিছু চাইলে তারাই সীমা লঙ্ঘনকারী হবে। আর যারা তাদের আমানত রক্ষা করে, ওয়াদা পালন করে এবং নিজেদের নামাজ সমূহের পূর্ণ হেফাজত করে।" -(সূরা আল মুমেনুন-১ – ৯) নি[৪১]

"যে কেহ আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদকে ডাকবে–যার সমর্থনে তার কোনই দলীল নেই, তার হিসাব তার খোদার নিকট রয়েছে। এ ধরণের কাফেরেরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।" -(সূরা মুমেনুন-১১৭) নি[৪২]

"ঈমানদার লোকদের কাজ তো এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে ডাকা হবে, যেন রসুল তাদের মামলা মুকদ্দমার ফায়সালা করে দেন, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। বস্তুত এরূপ লোকেরাই কল্যাণ লাভ করে।"-(সূরা নূর-৫১) নি[৪৩]

www.pathagar.com

"অতএব (হে ঈমানদার লোকেরা) আত্মীয়কে তার হক পৌঁছিয়ে দাও, আর মিসকীন ও মোসাফিরকে দাও (তাদের হক)। ইহা উত্তম পন্থা সেই লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পায়। আর তারাই কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে।" - (সূরা রূম-৩৮) নি[৪৪]

"অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শোন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফল কাম।" -(সূরা তাগাবুন-১৬) নি[৪৫]

"অতএব যে সব লোক তার প্রতি ঈমান আনবে, তার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সে আলোর অনুসরণ করবে -যা তার সঙ্গে নাযিল করা হয়েছে। তারাই কল্যাণ লাভ করবে।" -(আল আরাফ-১৫৭) নি[৪৬]

"বস্তুত যে সব লোককে তাদের দিলের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা করা হয়েছে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। -(সূরা আল হাশর-৯) নি[৪৭]

"যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় ও পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে তারাই কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।" -(সূরা লোকমান-৪, ৫) নি[৪৮]

"নিঃসন্দেহে কল্যাণ লাভ করল সে যে লোক নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল।" - (সূরা আশশমস-৯) নি[৪৯]

অর্থাৎ যে লোক নিজের নফসকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ, উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ দান করে তাকওয়ার সুউচ্চ পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে যাবে সেই কল্যাণ লাভ করবে। নফসের পবিত্রতা অর্জনের উপায় হিসাবে আল্লাহর যিকরকেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই যিকর এর মাধ্যমে তাকওয়া হাসিল হয়। অর্থাৎ আল্লাহকে যতই বেশী স্মরণ করা হবে ততই আল্লাহর ভয় অন্তরে স্থান লাভ করবে এবং যতই আল্লাহকে ভয় করা হবে ততাই নফসের পরিশুদ্ধি ও কর্মের পরিশুদ্ধি ঘটবে। এ সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমানদার তাদের সামনে যখন আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভয়ে কাঁপতে থাকে, আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয়, তখন তাদরে ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজ পরওয়ারদিগারের উপর ভরষা পোষণ করে।" -(সূরা আলফাল-২) নি[৫০]

www.pathagar.com

যিকর এর ফজীলত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ''যে সকল পুরুষ ও নারী বেশী বেশী আল্লাহর যিকর করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার।''-(সূরা আহযাব-৩৫) নি[৫১]

''তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।'' -(সূরা বাকারাহ্-১৫২) নি[৫২]
অর্থাৎ তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে সওয়াব, কল্যাণ ও মগফিরাত দানের মাধ্যেমে স্মরণ করব। এভাবে যিকরের অসংখ্যা ফযীলত রয়েছে।

''শোন আল্লাহর যিকর এর মধ্যেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে।'' - (রা'দ-২৮) নি[৫৩]

আল্লাহর আইনের অনুসরণের মধ্যেই যাবতীয় শান্তি নিহিত রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) 'যিকরুল্লাহর' তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিকর এর অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মেনে চলা। তিনি বলেন, ''যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের অনুগত্য করেনা, সে আল্লাহর যিকরই করেনা; প্রকাশ্যে সে যত নামায আদায় এবং তাসবীহই পাঠ করুকনা কেন।''
''যিকির করার জন্যে আল্লাহর আরও কতক নির্দেশ - ''হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সঠিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল বিকাল তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।'' -(আহযাব ৪১, ৪২) নি[৫৪]

''হে সেই লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, জুমার দিনে যখন নামাযের জন্যে ঘোষণা দেয়া হবে, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌঁড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ কর। ইহা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা জান। এরপর নামাজ যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং খোদার অনুগ্রহ সন্ধান কর। আর আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করতে থাক। সম্ভবতঃ তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।'' - (সূরা জুমা ৯-১০) নি[৫৫]
''দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (সর্বদাই) খোদার স্মরণ কর।''- (সূরা নিসা - ১০৩) নি[৫৬]

''খুব বেশী করে তাঁর স্মরণ করতে থাক, কারণ একাজেই তোমাদের কল্যাণ হতে পারে।'' - (সূরা আনফাল-৪৫) নি[৫৭]

www.pathagar.com

সত্যিকার জ্ঞানী, গুণী, মুমিন ব্যক্তির পরিচয়ই দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, ''আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে খোদার অস্তিত্বের বিরাট নিদর্শন রয়েছে। সে নিদর্শন কেবল বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল লোকেরাই অনুধাবন করতে পারে; যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে। আর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও গঠন রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে (গভীর ভাবে চিন্তা করার পর প্রত্যেকটি জিনিসের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে) তারা উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠে, হে খোদা তুমি এর কোন একটিও নিরর্থক সৃষ্টি করনি।'' -(সূরা আলে ইমরান-১৯০-১৯১)[৫৮]

প্রকৃত পক্ষে মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। এ কারণে সে কোন মুহূর্তেই পাপ ও অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে না। যাবতীয় কু-কাজের মূলে রয়েছে খোদাকে ভুলে যাওয়া। পরকালে আল্লাহর কাছে জবাব দিহিতার অনুভূতি যার থাকবে না, তার কাজে কখনও সচ্ছতা থাকতে পারে না।

''হে ঈমানদার লোকেরা তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততী যেন তোমাদেরকে খোদার স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। যে সব লোক এ কাজ করবে তারা ধ্বংস হবে।'' -(আল মুনাফিকুন) নি[৫৯]

এখানে খোদার যিকর না করার পরিণাম 'খুসরান' বলা হয়েছে যা 'ফলাহ' এর বিপরীতার্থক।
-''যে স্বীয় খোদার যিকর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার খোদা তাকে কঠিন-কঠোর নির্মম আজাবে নিমজ্জিত করবেন।'' - (আল জ্বিন-১৭) নি[৬০]

শুধু তাই নয়, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল কোন শাসক প্রশাসকের আনুগত্য না করার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, ''যার মনকে আমার স্মরণ হতে গাফেল করে দিয়েছি, সকল কাজেই যে নিজের নফসের খাহেশ লালসারই দাস হয়ে গেছে এবং শাসন কর্তৃত্বে সীমা লংঘনকারী, তোমরা আদৌ তার আনুগত্য করবে না।''-(কাহাফ-২৮) নি[৬১]
যিকর বলতে কোন কোন সময় পবিত্র কোরআনকেই বোঝানো হয়েছে যেমন ঃ আল্লাহ বলেন, ''নিশ্চয়ই আমরা যিকর (কোরান) নাযিল করেছি এবং আমরাই উহার হেফাজতকারী।'' (আল হিজর-১৪) নি[৬২]

www.pathagar.com

যিকর বলতে নামায, জুমার খোতবা, কোরআন বা কালামুলাহ্ শরীফ প্রভৃতি যা বুঝানো হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই খোদাকে স্মরণ ও তাঁর হুকুমের অনুসরণকেই মূল উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আর এতেই রয়েছে মানব জাতির চিরশান্তি, অসীম কল্যাণ।

উল্লেখিত কল্যাণের ব্যবস্থাটি কিছু সংখ্যক মানুষের বুঝে আসে না, কিছু সংখ্যক লোক তা বুঝতে চেষ্টাও করে না অথবা কেউ কেউ তা বুঝেও বুঝে না। তারা হঠকারিতার পথ অবলম্বন করে। এরাই যুগে যুগে কল্যাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং আল্লাহর আজাবের কারণ ঘটায়, তথা বিপদকে ডেকে ডেকে আনে। মহা বিপদের দিনে এরাই চরম শাস্তি ভোগ করবে। দুনিয়ায় তারা চায় নিজেদের মনগড়া জীবন ব্যবস্থা মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। মানুষকে তাদের গোলাম বানিয়ে নিজেরা খোদা হয়ে বসতে চায় সব সময়। তারা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করলে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার জন্যে কৌশল অবলম্বন করে। বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের উপর চালায় অত্যাচারের ষ্টীম রোলার। জেল, ফাঁসি, হত্যা ও নির্যাতন চালিয়ে বিরোধী বাহিনী খতম করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। কিন্তু এতে তারা কোনদিন সফলকাম হতে পারেনা। ফেরাউনের মত প্রতাপশালী নেতা মিশরের বনি ইসরাইলের একটি পুরুষ সন্তান ও বেঁচে থাকতে না দেয়ার জোর প্রচেষ্টা চালায়। ধাত্রী গোয়েন্দা নিয়োগ করে প্রতিটি নবজাত সন্তান পুরুষ কিনা খবর নিয়ে পুরুষ সন্তান হলেই তা হত্যা করা হতো। এমন নিশ্ছিদ্র প্রহরার চোখে ধুলো দিয়ে হযরত মূসা (আঃ) কে বাঁচিয়ে রাখলেন আল্লাহ। শুধু তাই নয়, শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত স্বয়ং ফেরাউনেরই পৃষ্ঠপোষকতায় আপন মায়ের কোলে লালিত-হবার ও রাজ দরবারের শিক্ষাদীক্ষা লাভ করার ব্যবস্থা করেন আল্লাহ। এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁরই মোকাবিলায় যুদ্ধ করতে গিয়ে ফেরাউন সৈন্য সামন্তসহ নীল নদে ডুবে মরে। সুতরাং মানুষ কোন্ সাহসে অপর মানুষকে দমাতে চায়? বিশেষ করে যাঁরা আল্লাহর আইন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদেরকে কেউ দমাতে পারে না। আল্লাহ ঘোষণা করেন, "জেনে রেখো, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।" -(মুজাদেলা-২২)নি[৬৩]

"যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁকে ভয় করে চলে তাদেরকে যে কেবল আজাব থেকে রক্ষা করা হবে তা নয়, বরং তাদেরকে আরও বহু রকমের

www.pathagar.com

কল্যাণ দান করা হবে। দ্‌নিয়ার বুকে তাদের চলার পথ সহজ ও সুগম করা হবে।" (সুরা আরাফ-৯৬) নি[৬৪]

শেষ পর্যন্ত যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে, উহার দরজা গুলো পূর্ব হতেই উন্মুক্ত হয়ে থাকবে, তখন উহার ব্যবস্থাপকরা তাদের বলবেঃ "সালাম-শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি, খুব ভালভাবেইতো ছিলে। প্রবেশ কর উহাতে চিরকালের জন্য।"- (সূরা আল জুমার-৭৩) নি[৬৫]

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেন, - "এরূপ সাতজন লোককে সেদিন আল্লাহ তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই থাকবেনা ঃ -
১। সুবিচারক ইমাম বা নেতা, ২। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত যুবক, ৩। মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, ৪। দু'জন লোক একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়, আবার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ৫। এরূপ লোক যাকে কোন রূপসী নারী ব্যাভিচারের প্রতি আহবান করেছে, কিন্তু এই বলে সে (তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে) আমি তো আল্লাহকে ভয় করি, ৬। যে ব্যক্তি অত্যন্ত গোপন ভাবে দান খয়রাত করে, এমনকি তার ডান হাতে যা কিছু দান করে, তার বাম হাতও তা জানতে পারেনা এবং ৭। এরূপ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং দু'চোখের অশ্রু ঝরাতে থাকে।" - ঈমাম বুখারী ও ঈমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। (আল-হাদীস) নি[৬]

পরিশেষে সারকথা হিসাবে বলা যায়, মহান আল্লাহ বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও মালিক মহা বিশ্বের মাঝে পৃথিবী নামের ক্ষুদ্র গ্রহটি সৃষ্টি করে তার উপরতাঁরই খলিফা বা প্রতিনিধি করে অন্যান্য জীব জন্তু ও সমস্ত সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে মানব সম্প্রদায়ের আদি পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) কে পাঠিয়ে দেন। তারপর সেই একজোড়া মানুষ থেকে আজ অবধি গোটা পৃথিবীতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি হতে থাকে। আল্লাহ পাক মানুষকে দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রে কিছু কাজ করার জন্যে আদেশ দেন এবং কিছু কাছ করতে নিষেধ করেন। তা মেনে চললে তিনি খুশী হন, পুরস্কার দেন, আর না মেনে চললে অসন্তুষ্ট হন, শাস্তি দেন। এসব কথা জানিয়ে দেন নবী রসুল (সঃ) মারফত।

www.pathagar.com

মানুষের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির উপর সেই শাস্তি ও পুরস্কার নির্ভর করে। আল্লাহ যদি পৃথিবীটা কিংবা নিখিল বিশ্ব ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে অপর একটি নতুন জগত তৈরী করতে চান তাতে কারও কিছু করার নেই। কোন লোক তার নিজস্ব মালিকানাধীন একটি দু'তলা দালান ঘর ভেঙ্গে চূরে তার জায়গায় অপর একটি দশতলা দালান তৈরী করতে চাইলে তাতে কারই বা কি বলার থাকবে? কাজেই আল্লাহর মর্জি মতো হযরত ইসরাফিল (আঃ) এর সিংগা ধ্বনির সাথে সাথে এ পৃথিবী একবার ধ্বংস হয়ে আবার নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে। এ দুনিয়ার মানুষ গুলো সবাই মরে যাবে এবং আবার জেগে উঠবে নতুন ভাবে. এতে বিস্ময়ের কি আছে? এ ছাড়া মানুষকে পার্থিব, বরজখ ও আখেরাতের জীবনে নানা বিপদের সম্মুখীন করাও তাঁরই ইচ্ছাধীন। সুতরাং তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষকে মাঝে মাঝে ছোট খাট বিপদে ফেলেন. কবরে আরও একটু বড় ধরণের বিপদ, কিয়ামতে মহাবিপদ এবং হাশরের দিন বিচারের পর দোজখের চির মহাবিপদে নিমজ্জিত করবেন। এ সকল বিপদের সংবাদ নিয়েই নবী-রসুলের আগমণ। তবে কেবল বিপদ সংবাদই নয়. তা থেকে রক্ষা পাবার সু-সংবাদ ও তাঁরা নিয়ে আসেন।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ ও হাদীসের আলোচনায় পার্থিব ও পরকালীন বিপদসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বলে দেয়া হয়েছে। তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একথাই বলা হয়েছে যে. মহান আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁরই প্রেরিত কিতাব ও রসুল (সঃ) এর বাণী তথা, ইসলামী আদর্শের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তার অনুসরণ করা. সর্বদা আল্লাহর যিকর বা স্মরণ করা. আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি অন্তরে ভালবাসা পোষণ করা, পদে পদে আল্লাহকে মহাপরাক্রমশালী জেনে ভয় করে চলা বা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করা হলে সব ধরণের বিপদ থেকে তিনি রক্ষা করবেন. রহমত-বরকতের বারি বর্ষণ করবেন, আর পরকালের মহাবিপদ থেকে রক্ষা করে চিরশান্তিময় বেহেস্তে স্থান করে দেবেন।

www.pathagar.com

এদেরকেই কোরআনের ভাষায় 'মুফলিহূন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা চালিয়ে দেয়, তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাঁর রসুল (সঃ) কে বিশ্বাস করে না, আখেরাতকে ও মনে করে কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনী, এমন কি দুনিয়ার চাকচিক্য তাদেরকে এভাবে আত্মভোলা করে রাখে যে, তারা আল্লাহর কথা মুহূর্তের জন্যে ও স্মরণ করে না। এ ধরণের লোকদেরকে বড় জালেম বলা হয়েছে। এই 'জালেম' শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকার হরণকারী। এরা আল্লাহর প্রভূত্বের অধিকার স্বীকার করে না, রসুল (সঃ) এর নেতৃত্বের অধিকার মেনে নেয় না, মানব জাতি তাদের কাছে কিছু কল্যাণ লাভ করুক এ অধিকারের ধার ধারে না, এমন কি তাদের আপন সত্তাটুকু দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতে দোজখের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করে বেহেস্তের অফুরন্ত শান্তি লাভ করুক এ অধিকারও হরণ করে বসে। এ অধিকার হরণকারী বা জালিমদের উপর বিপদ -মহাবিপদ অবশ্যই সংঘটিত হবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায় এদেরকে বলা হয়েছে 'খাছিরুণ' অর্থাৎ সমূলে ধ্বংস হয়েছে এমন লোক।

বস্তুত যাবতীয় সৎকাজের মূলে রয়েছে আল্লাহর ভয়–আল্লাহর স্মরণ এবং সমুদয় অসৎকাজের মূলে রয়েছে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া-তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল থাকা। ।আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে, তিনি সর্বাবস্থায় সবকিছু দেখেন, শোনেন, তিনি মানুষকে পার্থিব কাজের বদলা হিসেবে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন, এ কথা সারাক্ষণ মনে থাকলে কোন লোক খারাপ কাজ করতে পারে না, বিপথগামী হতে পারে না, পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে না এবং অপরের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। দ্বীন হচ্ছে 'নছিহত' বা কল্যাণ কামনা। আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি যখন দ্বীনের যাবতীয় শরীয়ত বা আইন কানুন মেনে চলে, তখন তার দ্বারা দেশ ও দশের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হবে না। এরাই কল্যাণ রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে যাবে। এমনটি নাগরিকদের রাষ্ট্রই একটি সুখী সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হতে পারে। আর আল্লাহর স্মরণ যার অন্তরে থাকবে না, সে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করবে মানুষের সাথে, অন্যান্য সৃষ্টির সাথে, এমনকি স্বয়ং আল্লাহর সাথেও। এমনটি লোক

www.pathagar.com

সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। এরাই রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কীট। মানবতা বিধ্বংসী কাজ এরাই করতে পারে বিনা দ্বিধায়।

এদের কারণেই আল্লাহ্‌র আযাব-তথা বিপদ নেমে আসে। খোদাদ্রোহী মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে বিপদ আসে দুনিয়ায়। তার আরও একটি প্রমান পাওয়া গেল ২০০১সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার রুকে। সেখানে কে বা কারা বোমা হামলা করেছে এটা বড় কথা নয়। কিন্তু বিশ্বের সেরা নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরেও টু-ইনটাওয়ারে কতগুলো বিমান নিয়ে আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে এত উচু দালান গুলো ভেঙ্গে দিল, এত লোক মারা গেল, তা সত্যিই চিন্তা করার বিষয়। এটা নিশ্চয়ই বিশ্ব ব্যবস্থাপক মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি বিপদ আমেরিকার উপর–শুধু আমেরিকার কেন, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের উপর এ আঘাতের প্রভাবে বিশ্বের সব জায়গায় কিছু না কিছু পড়ে থাকে। বিশেষতঃ এ আঘাতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একটি আনুমানিক অজুহাত খাড়া করে আমেরিকা আক্রমণ করে আফগানিস্তানকে। দীর্ঘ দিন ধরে অসংখ্য বোমা হামলা চালিয়ে একটি সরকার (তালেবান) উৎখাত করে আর একটি সরকার বসিয়ে দেয়া হয় সেখানে। আঘাতে আঘাতে নির্মম ভাবে নিহত ও আহত হয় অসংখ্য নিরীহ আফগান জনতা। কত শিশু, নারী, দূর্বল বৃদ্ধ নির্বিচারে নিহত হয় আফগানিস্তানের বুকে। মসজিদে নামাযরত মুসল্লিদের উপর এবং পবিত্র রমজানে রোজাদারের উপর বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকার সৈন্যরা। আমরা মনে করি মুসলিম রাষ্ট্রটির উপর এটি একটি কর্মফল- এটাও একটি বিপদ। এ বিপদ আজ সারা বিশ্বের বহু মুসলিম রাষ্ট্রের উপর চলছে। এ বিপদের প্রধান কারণ হয়ত তাদের অনৈক্য। আফগানিস্তানে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে, অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে রাশিয়ার প্রভূত্ব খতম করা হলেও ক্ষমতা দখলের ব্যপারে ইসলাম পন্থীদের মধ্যে শুরু হয় পারস্পরিক বিবাদ। বহু কলহ বিবাদের পর একদল ক্ষমতায় বসে। কিন্তু তাদেরকে খতম করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় অপর দল। কদিন পর প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করে অন্যদল ক্ষমতায়

www.pathagar.com

অধিষ্ঠিত হয়। এমনিভাবে শেষ পর্যন্ত তালেবান সরকার ক্ষমতায় থাকা কালে উত্তরাঞ্চলীয় জোট সহ বিরোধী দল আমেরিকার সহযোগিতায় আবার ক্ষমতায় বসে। ফলে বারবার এখানকার মুসলমান নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়।

সূতরাং মুসলমানদের সফলতা, বিপদ মুক্তি ও বিজয় লাভের অন্যতম শর্ত ঐক্য। নৈতিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও ঐক্য শক্তির উপর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সাহায্য। তাইতো তিনি মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্তকরে ধরার কথা বলেছেন এবং পরস্পর পৃথক হতে নিষেধ করেছেন কঠোরভাবে। ইসলামী দলকে সীসাঢালা প্রাচীরের সাথে তূলনা করেছেন। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে নিয়োজিত ঐক্যবদ্ধ ইসলামী শক্তিকে সাহায্য ও বিজয় দান করার সুসংবাদ দিয়েছেন।

অতএব, পরস্পর কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করে, ছিদ্রান্বেষণ না করে, বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, আন্তরিকতা ও মোহাব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুসলমানগণ একটি বিপদমুক্ত, অভিশাপমুক্ত মানবসমাজ গড়ে এমনটি সমাজেই আল্লাহ্‌পাকের পূর্ণ আনুগত্য করা সম্ভব হবে—যার ফলে আখেরাতে মহা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সবার মুখে ধ্বনিত হোক।

তওফিক দাও খোদা ইসলামে—
মুসলিম জাহান পুনঃ হোক আবাদ।

হোক বিশ্ব মুসলিম এক জামাত
উড়ুক নিশান ফের যুক্ত চাঁদ।

www.pathagar.com

নির্দেশিকা অনুযায়ী আয়াত সমূহ এবং হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ-

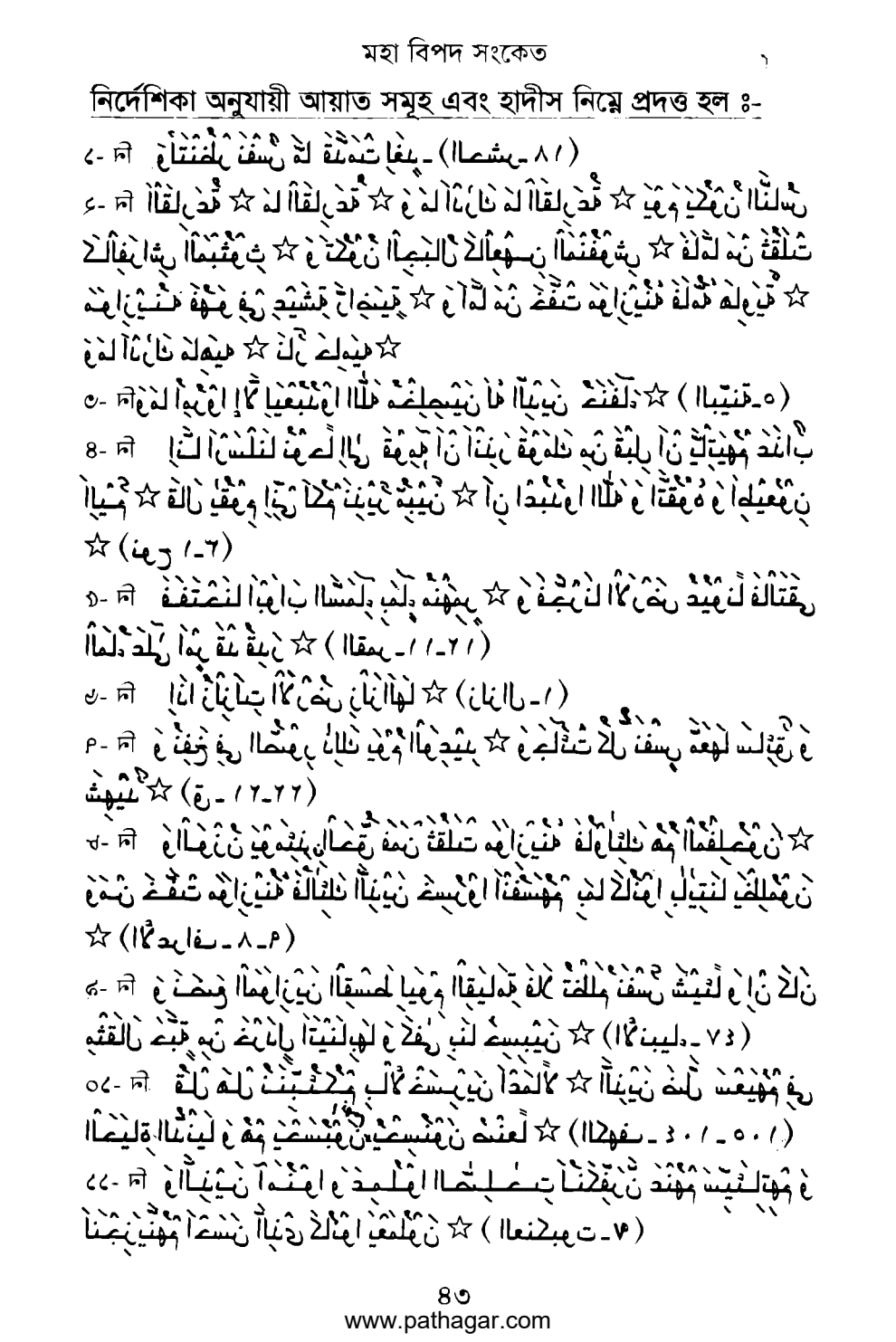

১২- নি لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ☆ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ☆ نَارُاللّٰهِ مُوْقَدَةٌ ☆ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ☆ (الهمزة ـ ٤ ـ ٧)

১৩- নি لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى ☆ (الأعلى ـ ١٣)

১৪- নি إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الإِسْلَامُ ☆ (آل عمران ـ ١٩)

১৫- নি فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ☆ (عنكبوت ـ ٤٠)

১৬- নি وَ اَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْماً فَتَرَ الْقَوْمَ فِيْهَا سَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ☆ (الحاقة ـ ٦ ـ ٧)

১৭- নি قُلْ اَرَئَيْتَكُمْ إِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ☆ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ إِنْشَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ☆ (انعام ـ ٤٠ ـ ٤١)

১৮- নি إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْد (العديت ـ ٦)

১৯- নি وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ ☆ (يس ـ ٤٠)

২০- নি خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقاً مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْر ☆ (الملك ـ ٣)

২১- নি وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (البلد ـ ١٠)

২২- নি إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُوْراً ☆ (الدهر ـ ٣)

২৩- নি اَلَا بِذِكْرِاللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْب (الرعد ـ ٢٨)

২৪- নি هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ☆ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ☆ (الصف ـ ١٠ ـ ١١)

www.pathagar.com

২৫- নি وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ☆ (الزريت ـ ٥٦)

২৬- নি رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ (الينة ـ ٨)

২৭- নি ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُداً لِلْمُتَّقِيْنَ ☆ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون ☆ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَااُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ☆ اُولٰئِكَ عَلٰى هُداً مِنْ رَّبِهِمْ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆ (البقرة ٢ ـ ٥)

২৮- নি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ☆ وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعاً وَ لَا تَفَرَّقُوْا وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَاناً وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ☆ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆ (آل عمران ـ ١٠٢ ـ ١٠٤)

২৯- নি يٰا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ☆ (آل عمران ـ ١٣٠)

৩০- নি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبِرُوْا وَ اَصَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (آل عمران ـ ٢٠٠)

৩১- নি يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ وَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِى سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ☆ (المائدة ـ ٣٥)

৩২- নি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ☆ (المائدة ـ ٩٠)

৩৩- নি قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ☆ (مائدة ـ ١٠٠)

৩৪- নি وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِباً اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ وَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ☆ (الانعام ـ ١١)

www.pathagar.com

৩৫- নি فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَاكُنَّا غَائِبِيْنَ ☆ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆ (اعراف ـ ٧ ـ ٨)

৩৬- নি اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْباً عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆ (الاعراف ـ ١٥٧)

৩৭- নি لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (التوبة ـ ٨٨)

৩৮- নি فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِباً اَوْكَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ☆ (يونس ـ ١٧)

৩৯- নি وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ☆ (النحل ـ ١٦)

৪০- নি يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ☆ (الحج ـ ٧٧)

৪১- নি قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ☆ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ☆ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ☆ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ☆ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ☆ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ☆ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ☆ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ☆ (المؤمنون ـ ١ ـ ٩)

৪২- নি وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ☆ المؤمنون ـ ١١٧)

৪৩- নি اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆ (النور ـ ١٥)

www.pathagar.com

৪৪- নি فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆ الروم- ٣٨)

৪৫- নি فَاتَّقُوْا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆ التغابن- ١٦)

৪৬- নি فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِيْنَ اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆ (الأعراع- ١٥٧)

৪৭- নি مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ☆(الحشر- ٩)

৪৮- নি اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ☆ اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (لقمن- ٤- ٥)

৪৯- নি قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ☆ الشمس ٩)

৫০- নি اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ☆ الانفال- ٢)

৫১- নি وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ☆ (الأعراف- ٣٥)

৫২- নি فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِىْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ (البقرة- ١٥٢)

৫৩- নি اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (الرعد- ٢٨)

৫৪- নি يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ☆ وَ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا (الاحزاب ٤٢- ٤١)

৫৫- নি يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ☆ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ☆ (الجمعة ٩- ١٠)

৫৬- নি فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ☆ (النساء- ١٠٣)

৫৭- নি وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ☆ الانفال- ٤٥)

www.pathagar.com

৫৮- নি   إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ
لِأُولِى الْأَلْبَابِ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ
فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً (آلِ عمران ١٩١ ـ
١٩٠)

৫৯- নি   يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ
يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ☆ المنافقون ـ ٩)

৬০- নি   وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً ☆(الجن ـ ١٧)

৬১- নি   لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
(الكهف ـ ٢٨)

৬২- নি   إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ☆ (الحجر ـ ٩)

৬৩- নি   أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْن ☆ المجادلة ـ ٢٢)

৬৪- নি   وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى آمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ☆ (الأعراف ٦٩)

৬৫- নি   وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتّٰى إِذَا جَاءُوْهَا وَ فُتِحَتْ
أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ☆ الزمر ـ ٧٣)

ক- নি   عَنْ أَبِيْ هريرة رض عن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِمْ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ
يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ـ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ
اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَ رَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ
اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ
أَخَافُ اللّٰهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ وَ مَا تُنْفِقُ
يَمِيْنُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (متفق عليه)

www.pathagar.com